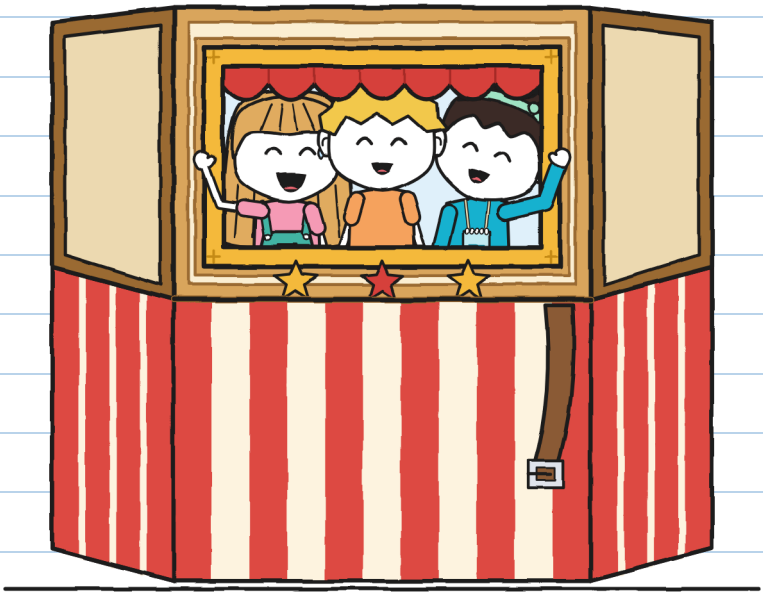
অসম্ভব ডেলিভারি · ৬

একটা জায়গা তিনজনের

LinguAula



(গুনির খাতা)

সাইজ S
প্রাথমিক স্তর · ৭+

অসম্ভব ডেলিভারি · ৬
একটা জায়গা তিনজনের

লেখা ও ছবি: LinguAula

সাইজ S · প্রাথমিক স্তর · ৭+

বাংলা সংস্করণ: LinguAula

প্রথম সংস্করণ: ২০২৬

© ২০২৬ LinguAula · info@linguaula.com

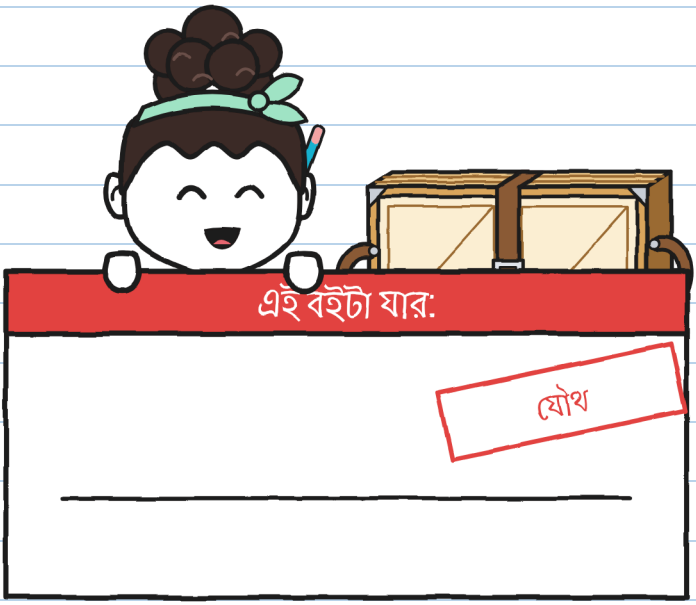
ক্লাসের জন্য আর বাড়ির জন্য নির্দ্বিধায় ফটোকপি করা যাবে।

সিরিজের ষষ্ঠ বই। আগের বইগুলো: "এই পার্সেলটা কামড়ায়", "মেঘ ডাকার আগে খুলবেন না", "ফেরত, দয়া করে", "এখানে নয়, টুকরো!" আর "একটা কেক দুজনের"।

LinguAula

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

এটা তিনজনে বয়। আমি হাতল বেছে নিয়েছি। -হু.



যৌথ। এঁটে যাই। -হু.

যদি এটা পেয়ে যাও, ভাঁজ করে ফিরিয়ে দিয়ো।

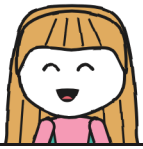
শুধু গল্পে

এই সিলমোহর বোঝায় যা শুধু গল্পে ঘটে। সত্যিকারের ড্রাগন নেই। পার্সেল উড়ে ফিরে আসে না। সত্যিকারের স্থানান্তরের জন্য ৭৬ নম্বর পাতা দেখো। -হু.

কে কে



গুনি। মাপে সেন্টিমিটারে। এই সপ্তাহে আরেকটা জিনিসও গোনে।



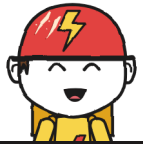
লুলিতা। পথ চেনে। বুঝিয়ে বলাটা অন্য ব্যাপার।



নোয়া। লুলিতার অনেক আগের বন্ধু। মাপে পা ফেলে: পা তো সবসময় সঙ্গেই থাকে।



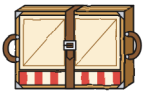
ইরেনে। থিয়েটার ওয়ার্কশপ চালান। কোন দিকে বলেন না: বলেন "থামো"।



তোনিও। বিজলির আর দোকানের। সময় ধরে, মতামত দেয় না। প্রায়।



মারা। পার্সেল ধার দেন। বাক্সটা ছাড়েন না।



৬ নম্বর। একটা থিয়েটার, যা একটা বাক্সে এঁটে যায়। বেল্টটা কেউ না ধরলে যেদিকে খুশি খুলে যায়।



র. প্রেরক। এবার একটা ইনভেন্টরিতে একটা লাইন রেখে গেছেন।

ডেলিভারির খাতা ৬
গুনির

যৌথ।



৫ নম্বর খাতাটা শেষ হয়েছিল একটা ঘড়িতে দুটো কাঁটা নিয়ে। এটা কমলা রঙের, ম্যান্ডারিন কমলার মতো। এতেও দোকানের সিলমোহর আছে।

প্রথম পাতায় আমি একটা শব্দ লিখেছিলাম। অর্ধেক পাতা ফাঁকা রেখেছিলাম, যদি দরকার হয়। এক মিনিটও ফাঁকা থাকল না।

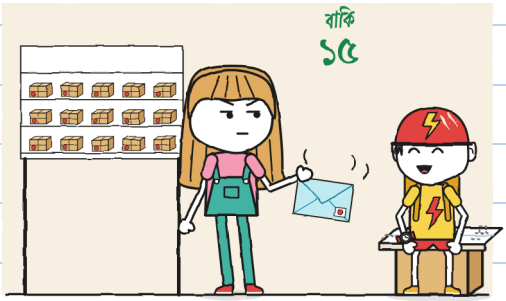
প্রথম পাতাটা আমি আমার হাতের লেখায় ভাগ করে নিয়েছি। -হু.

অধ্যায় ১

তিনজন কেন লাগে?

সোমবার আমি স্কুল থেকে বেরোলাম। হুলিতা কাউন্টারে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল, হাতে একটা খাম। সবুজও নয়, নীলও নয়। ফিরোজা রঙের, আর বন্ধ।

"ডাকপিয়ন দিয়ে গেছে। লেখা আছে 'অসম্ভব ডেলিভারি দোকান'। অনেকক্ষণ ধরে খুলিনি।"
"কতক্ষণ?"
"আটাশ মিনিট," তোনিও নিজের বাক্স থেকে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল। "পাড়ার রেকর্ড।"

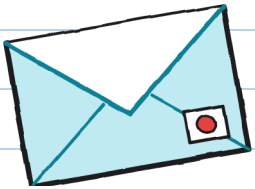


ওটা আমার ছিল না। যে খাম আমার নয়, তার ওজন তিনগুণ। -হু.

মারা নখ দিয়ে খামটা খুললেন।

আমি ইরেনে, পাড়ার কমিউনিটি সেন্টারের থিয়েটার ওয়ার্কশপের দায়িত্বে আছি।
ইনভেন্টরি হালনাগাদ করতে গিয়ে একটা লাইন পেয়েছি:
"ভাঁজ-করা ছোট থিয়েটার: পাওয়া মুলতুবি"।
ওটা কি আপনাদের কাছে আছে?
শনিবার ৩১ তারিখ পাড়ার প্রতিযোগিতা।
ছোট থিয়েটারটা ভাঁজ করা অবস্থায় আমাদের উঠোনে পৌঁছালে,
আর তিনজনের একটা দল ওটা বয়ে আনলে, আমি সেখানেই সই করে দেব।
নোয়ার দলে তিনজনের জায়গা আছে, আর এখন শুধু ও-ই আছে।

হুলিতা: আমি! এখন আমি থিয়েটার করি।
পার্সেল বোঝে এমন কাউকে সঙ্গে এনো। -নোয়া



"পার্সেল বোঝে এমন কেউ।" সেটা আমি। "পার্সেল" আমার ভালো লাগল। "কেউ", কম।

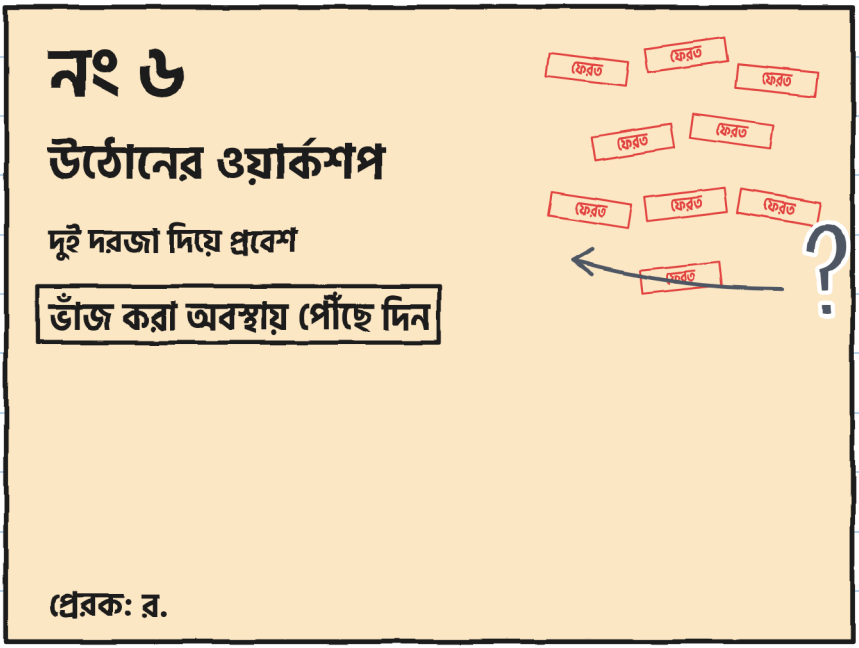
পাঁচটায় ইরেনে আর নোয়া এল। ইরেনের হাতে একটা ফাইল, গায়ে পকেটওয়ালা একটা ভেস্ট, আর গলায় একটা হুইসেল। নোয়ার গলায় একটা নোটবই ঝোলানো, আর কানের পেছনে একটা ফিরোজা পেনসিল।

হুলিতা আর নোয়া অনেকক্ষণ জড়াজড়ি করে রইল। আমি সময় মেপে ফেললাম: এগারো সেকেন্ড। আমি খাতা হাতে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। খাতা এই কাজেও লাগে: হাতে কিছু ধরে রাখার জন্য।

"এ গুনি," হুলিতা বলল। "পার্সেল বোঝে।"
"হ্যালো, পার্সেল-বোঝা গুনি," নোয়া বলল। আর আমার নামটা নিজের নোটবইয়ে লিখে নিল।



মারা টুলে উঠে তাক থেকে ৬ নম্বরটা নামালেন। সবগুলোর মতোই একটা বাক্স।



"নয়টা সিলমোহর," হুলিতা বলল।
"'দুই দরজা'," নোয়া পড়ে বলল। "কোন দুটো দরজা?"

ইরেনে জানতেন না। মারাও না। আমি একটা প্রশ্নচিহ্ন দিয়ে লিখে রাখলাম।

"আমি এটা নয়বার নিয়ে গেছি," মারা বললেন। "সোমবার দরজা খুলত সেলাইয়ের দল। বুধবার, কোরাস। শুক্রবার, দাবা। 'ওয়ার্কশপ? এখানে নয়।' একটা ওয়ার্কশপের জন্য কেউ সই করত না।"
"থিয়েটার মহড়া দেয় উঠোনে," ইরেনে বললেন। "ওখানে কলিং বেল নেই।"

ইরেনে ফাইল খুলে মারাকে সিল-দেওয়া একটা কাগজ দেখালেন।

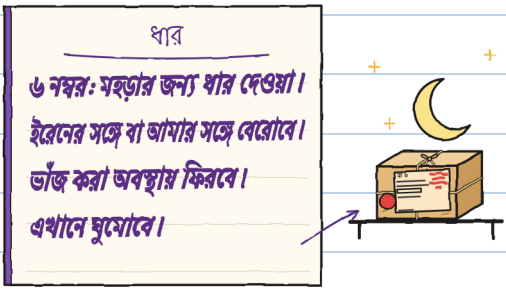
"এখন ওয়ার্কশপটা রেজিস্টারে আছে: 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ। দায়িত্বে: ইরেনে'। এখন কেউ সই করে।"

মারার নয়টা চেষ্টা



"এখন যখন সই করার লোক আছে, মারা ওটা নিজের বাক্সে করে নিয়ে যান না কেন?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
"আমার বাক্সে আমি ওটা নয়বার নিয়ে গেছি," মারা বললেন। "এখন শর্ত ঠিক করবেন যিনি ওটা গ্রহণ করছেন।"
"ভাঁজ-করা ছোট থিয়েটার তো চত্বরে চত্বরে নিয়ে যাওয়ার জন্য," ইরেনে বললেন। "আমার ছেলেমেয়েদের ওটা নিয়ে রাস্তা দিয়ে যেতে পারতে হবে। না পারলে ওটা আমার কাজে লাগবে না। আর যা আমার কাজে লাগে না, তাতে আমি সই করি না।"

"এটা আমি একটা বেকারিতে শুনেছি," মারা বললেন। উনি শর্তগুলো ডেলিভারির বইয়ে লিখে নিলেন। লেবেল থাকবে বাক্সে। বাক্স, মারার কাছে।

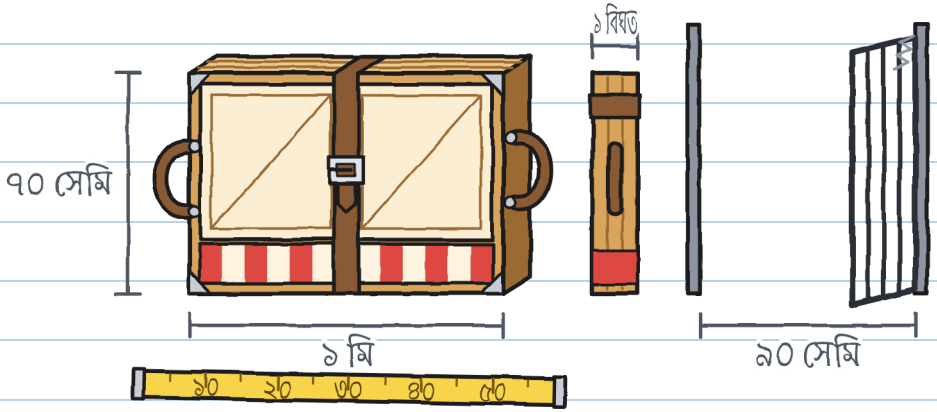


ও নিজের তাকে ঘুমোয়। ভোরে ও কোথাও থেকে ফেরে না। নয়টা সিলমোহরই থাকে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। -হু.

মঙ্গলবার আমরা কমিউনিটি সেন্টারের উঠোনে গেলাম। ফুটপাত থেকে ঢুকতে হয় একটা লোহার ফটক দিয়ে। ওটা নিজে থেকে বন্ধ হয়ে যায়।

মারা বাক্স টা মাটিতে রেখে ঢাকনা সরালেন। ছোট থিয়েটারটা বেরিয়ে বড় হয়ে উঠল, এলিয়ার স্ট্যান্ডের মতো। আমি আর ভয় পাই না। ফিতে বের করি।

৬ নম্বরের মাপ

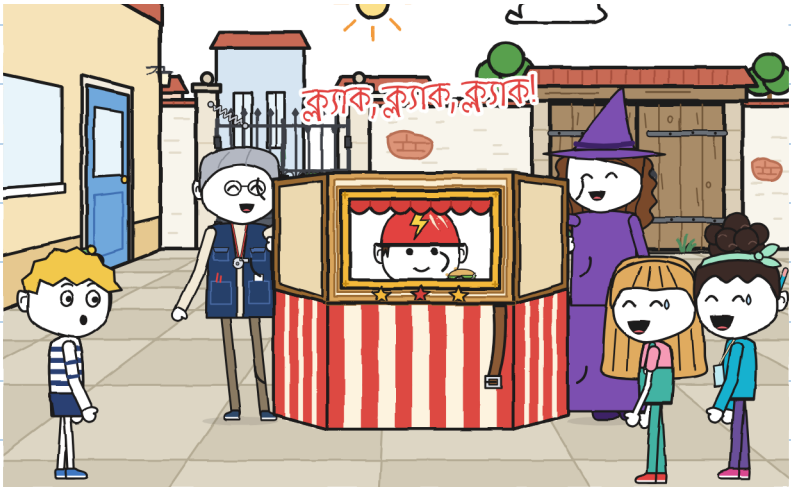


পাশ ফিরিয়ে ধরলে ফটক দিয়ে ঢুকে যেত। সেটাই ছিল সহজ কাজ।

ইরেনে দেখতে চাইলেন ওটা আস্ত আছে কি না। বেল্টটা খুলে গাঁটরিটা ঘুরিয়ে ধরলেন। প্যানেলগুলো নিজের ভারে নিজে থেকে খুলে গেল: ক্ল্যাক, ক্ল্যাক, ক্ল্যাক। তিনদিকে দেয়াল, একটা ছোট পর্দা আর পেছনে ফ্রেমওয়ালা একটা জানালা, এমন একটা মঞ্চ।

জানালা দিয়ে তোনিওকে দেখা গেল। ও একটা স্যান্ডউইচ নিয়ে যাচ্ছিল। মুখ ভর্তি, তাই শুভেচ্ছা জানাতে পারল না।

"আস্ত আছে," ইরেনে বললেন। "ওয়ার্কশপের নিয়ম: হাত থাকবে হাতলে। কবজায় কখনও নয়। আর প্রতিটা বাঁকে কেউ একজন বেল্টটা ধরে থাকবে।"



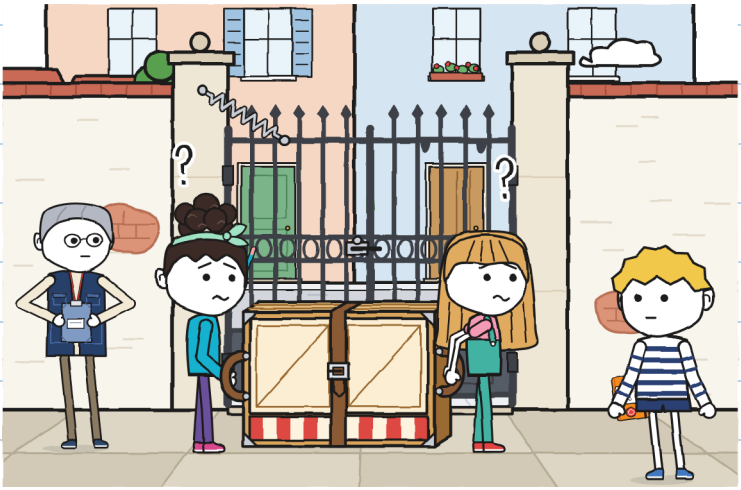
ইরেনে আর মারা ওটা ভাঁজ করে বেল্ট এঁটে দিলেন।

"আমরা চেষ্টা করি," হুলিতা বলল। নোয়া ততক্ষণে
অন্য হাতলে।

তিন গুনে ওরা ওটা তুলল। পারল। উঠোনে একটা পাক দিল।
ফটক পর্যন্ত গেল। ওটা বন্ধ ছিল।

হুলিতা ফটকটার দিকে তাকাল। নোয়াও তাকাল। ওদের চারটে
হাত, আর চারটেই ব্যস্ত।

আমি দুই মিটার দূরে ছিলাম, হাত দুটো খালি, আর একটা খাতা।



আমি পিঠ দিয়ে ফটকটা ধরে রাখলাম। ওরা পেরোল। ইরেনে ফাইলে কিছু একটা লিখলেন।

সেই বিকেলে আমি এই খাতার যন্ত্রটা বানালাম।

তিনজনের মিটার

প্রতিটা অংশে কে কী করে

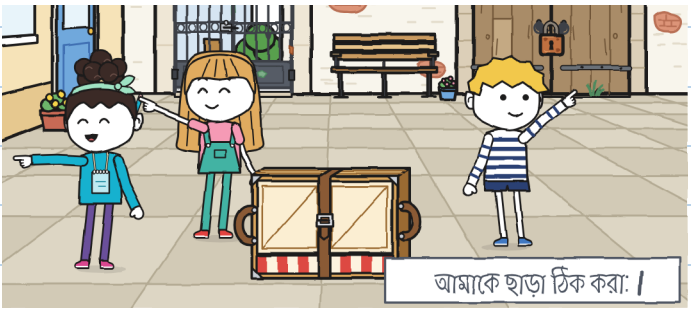
	বওয়া 	দিক দেখানো 	পথ করে দেওয়া 
উঠোন, প্রথম চেষ্টা	হুলিতা আর নোয়া	হুলিতা আর নোয়া	
উঠোন, দ্বিতীয় চেষ্টা	হুলিতা আর নোয়া	হুলিতা আর নোয়া	গুনি

দুটো নাম বারবার আর একটা ঘর ফাঁকা: পার হওয়া যায় না। তিনটে ঘর ভরা থাকলে, যায়।

আর আরেকটা জিনিসও লিখে রাখলাম, আরও ছোট: "ফটক একটা পাথরও ধরে রাখতে পারে"।

লেবেলটা বোঝা তখনও বাকি।
"দুই দরজা মানে ফটকের দুটো পাল্লা," হুলিতা বলল।
"দুটোই খুলতে হবে," নোয়া বলল।
"আগে পাঁচিলটা মাপতে পারি," আমি বললাম।
আমরা তিনজন আঙুল দেখালাম: হুলিতা, ফটক; নোয়া, ওয়ার্কশপের ঘর; আমি, রাস্তা।
"পরে," ওরা দুজন বলল।

আমি একাই গেলাম। পাঁচিলের পেছনে একটা জিনিস পেলাম। ফিরে এসে দেখি, আমি যখন ছিলাম না, তখনকার কিছু নিয়ে ওরা হাসছে। আমি মুখ খুললাম।
"ঠিক হয়ে গেছে, গুনি," হুলিতা বলল। "দুটো পাল্লা।"
আমি মুখ বন্ধ করলাম। আর খাতাও।



ওই দাগটা আমি দুদিন পরে দেখেছি। ওটা আমার ছিল। -হু.

অধ্যায় ২

কে পথ চেনে?

বুধবার ছিল প্রথম যাত্রা: দোকান থেকে উঠোন, রাস্তা দিয়ে। আমি যখন পৌঁছালাম, মিটার আগেই ভরা। সবুজে।

"তুমি আর নোয়া বইবে," হুলিতা বলল। "আমি দিক দেখাব: আমি পথ জানি। আর সামনে আমি আছি বলে পথ করে দেব।"
"আসতে আসতেই আমরা ভেবে নিয়েছি," নোয়া বলল।

সবুজে লেখা মোছে না। দ্বিতীয় দাগ।

তিনজনের মিটার

	বওয়া 	দিক দেখানো 	পথ করে দেওয়া 
উঠোন, প্রথম চেষ্টা	হুলিতা আর নোয়া	হুলিতা আর নোয়া	
উঠোন, দ্বিতীয় চেষ্টা	হুলিতা আর নোয়া	হুলিতা আর নোয়া	গুনি
দোকান → উঠোন	*গুনি আর নোয়া*	*হুলিতা*	*হুলিতা*



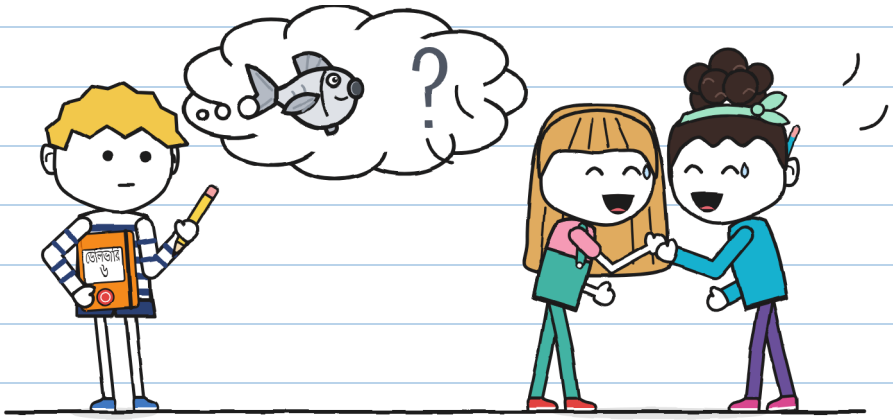
আমাকে ছাড়া ঠিক করা: ||

"বেরোনোর আগে একটা নকশা বানাই?" আমি বললাম।
"বাঁকগুলো নম্বর দিয়ে।"
"নকশা লাগবে না," হুলিতা বলল। "খোঁড়া মাছ পর্যন্ত পুরোটাই সোজা।"

নোয়া হাসতে শুরু করল। হুলিতাও।

"কোন মাছ?"
"খোঁড়া মাছ মানে খোঁড়া মাছ," নোয়া বলল।
"সে অনেক লম্বা গল্প," হুলিতা বলল।
"আর খুব ভালো," নোয়া বলল।

আমাকে ওরা বলল না। তৃতীয় দাগ।



মারা দোকানের দরজায় বাক্স থেকে ছোট থিয়েটারটা বের করলেন। নোয়া বেল্টটা প্রথম ফুটোয় আটকাল।

"এভাবে উঠোনে তাড়াতাড়ি খোলা যাবে।"

আমি সামনে ছিলাম, নোয়া পেছনে। সামনে থেকে রাস্তা দেখা যায়। পেছনে শুধু ছোট থিয়েটারটাই দেখা যায়। ইরেনে ছিলেন সবার শেষে, ফাইল আর হুইসেল নিয়ে। কোন দিকে যেতে হবে বলছিলেন না। প্রতিটা ফুটপাতের ধাপে বলছিলেন "থামো"।

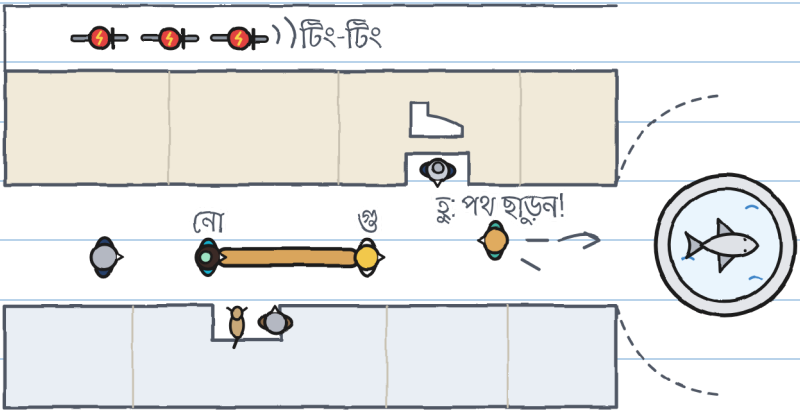


ঝুলিতা দারুণ পথ করে দিচ্ছিল।

"পথ ছাড়ুন, একটা থিয়েটার যাচ্ছে!"

জুতোর দোকানের মালকিন দেখতে দরজায় এলেন। কুকুর নিয়ে এক ভদ্রলোক একটা সদর দরজার আড়ালে অপেক্ষা করলেন। অনেক দূরে, পাড়ার ওপাশে, একটা ঘণ্টি বাজল। টিং-টিং।

"বিজলি ওদের প্রতিযোগিতার মহড়া দিচ্ছে," নোয়া বলল। "ওরা সাইকেলে, একটা খাম নিয়ে। আমরা পায়ে হেঁটে, এটা নিয়ে।"
"এটা নিয়ে ছোটা যায় না," ইরেনে বললেন।

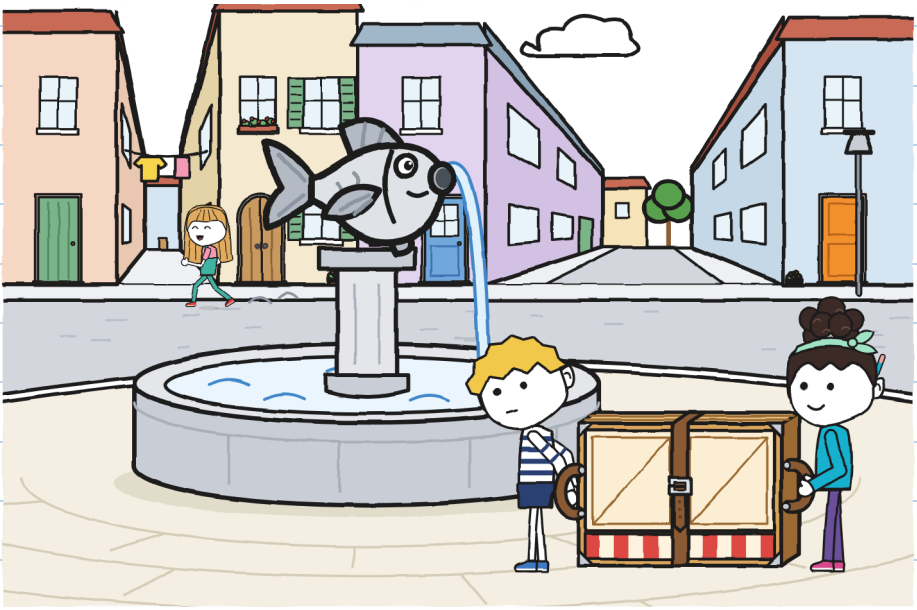


আমরা ফোয়ারার চত্বরে পৌঁছালাম। হুলিতা ঘুরে দাঁড়িয়ে নির্দেশটা চেঁচিয়ে দিল। তারপর ফটক ধরে রাখতে সেন্টারের দিকে দৌড় দিল।

"খোঁড়া মাছ পর্যন্ত, তারপর বাঁক!"

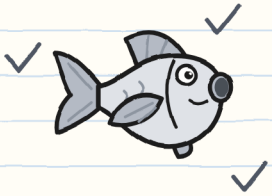
আর ও নেই।

ফোয়ারার মাঝখানে একটা পাথরের মাছ আছে। আমি ভালো করে দেখলাম। আমার দিক থেকে ওর সব পাখনাই ছিল।

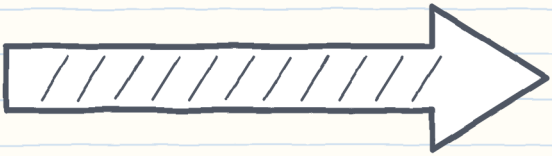


আমি তাড়াতাড়ি ভাবলাম। ওটা আমার কাজ নয়।

ফোয়ারার মাছ: পাখনা দেখা যাচ্ছে, সবগুলো।
খোঁড়া নয়।
অন্য কোনো মাছ থাকবে।



বাঁক: কোন দিকে?
বাঁয়ে, সরু রাস্তা।
ডানে, চওড়া রাস্তা।
ছোট থিয়েটার চওড়া দিক দিয়ে ভালো যায়।



"এখনই বাঁক নেব?" আমি পেছনের দিকে জিজ্ঞেস করলাম।
"খোঁড়া মাছের কাছে!" ছোট থিয়েটারের পেছন থেকে নোয়া বলল।

আমি অন্য মাছটা খুঁজতে থাকলাম। ছিল না। আমি ডানে বাঁক নিলাম।

কেউ বলল না "বাঁক"। কেউ বেল্টটা ধরল না। প্রথম ফুটোর বকলস বেশিক্ষণ টেকে না।
ক্ল্যাক। ক্ল্যাক। ক্ল্যাক।

প্যানেলগুলো ধীরে ধীরে খুলে গেল, একটার পর একটা, নোয়াকে ঘিরে। ইরেনে হুইসেল বাজালেন। তারপর রাস্তার মাঝখানে একটা থিয়েটার। আর ভেতরে, নোয়া।
"হ্যালো," জানালা দিয়ে ও বলল।

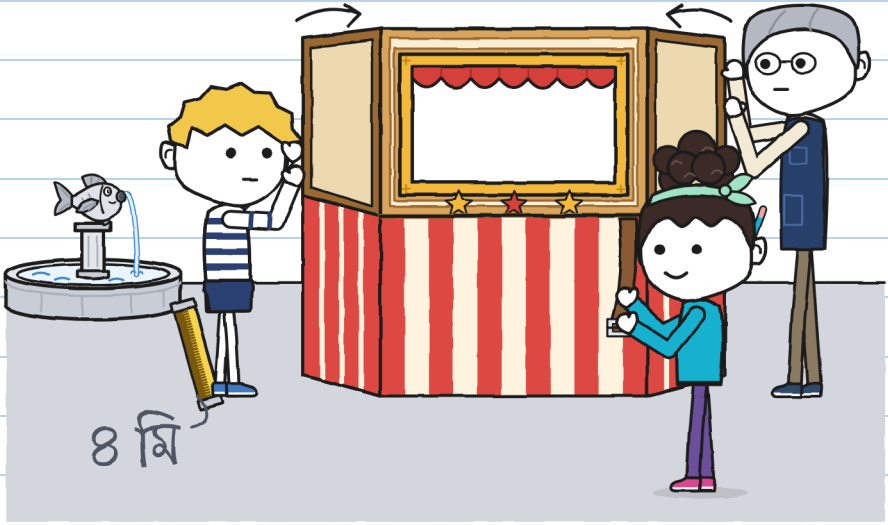


ইরেনে নোয়ার হাত দেখলেন। তারপর আমার হাত। সবগুলো আস্ত ছিল। প্যানেল হালকা, আর খোলে ধীরে।

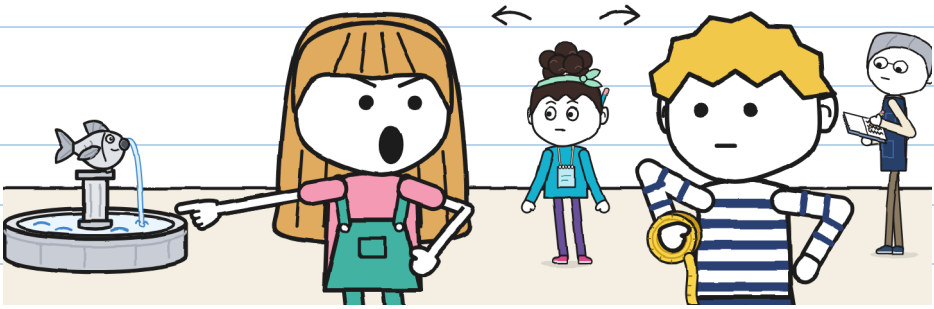
"কে দিক দেখাচ্ছিল?" জিজ্ঞেস করলেন।

কেউ উত্তর দিল না। দিক দেখাচ্ছিল হুলিতা। ও দুটো রাস্তা পেরিয়ে একটা ফটক ধরে রাখছিল।

ইরেনে আর আমি ছোট থিয়েটারটা ভাঁজ করলাম, হাত দুটো কাঠের পাশের দণ্ডে রেখে। আমি মাপলাম: আমার পা থেকে ফোয়ারা, চার মিটার।



হুলিতা দৌড়ে ফিরে এল।
"কিন্তু ওটা তো খোঁড়া মাছের কাছে ছিল!"
"কোন খোঁড়া মাছ?"
"ওই যে! বাঁয়ে। যেমন সবসময়।"
"'সবসময়' মানে যখন আমি ছিলাম না।"
হুলিতা ইরেনের দিকে ঘুরল।
"গুনি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে।"
আমি হারাইনি। আমি জানতাম আমি কোথায়: ফোয়ারা থেকে চার মিটার দূরে। এইমাত্র মেপেছি।
এটাও ওরা আমাকে ছাড়াই ঠিক করল। চতুর্থ দাগ।



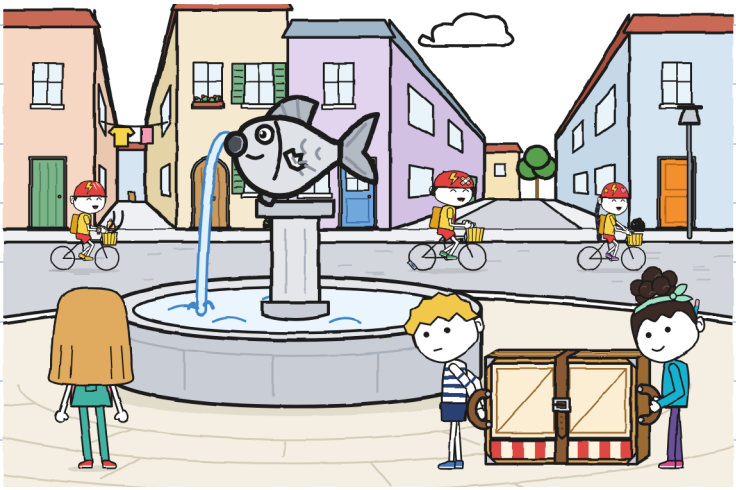
আমি এটা জোরে বলেছি, আর লোকের সামনে। আমি জানি। -হু.

ওরা আমাকে মাছটার অন্য দিক দেখাল। ওর একটা পাখনা নেই, বাঁ দিকেরটা। বুঝতে হলে জানতে হয় যে ওটা নেই।

আমরা বাঁকটা আবার করলাম। প্রথমবার আমি "বাঁক" বললাম খুব আগে। দ্বিতীয়বার, খুব দেরিতে। তৃতীয়বার বাঁকটা হলো, কিন্তু কেউ কথা বলছিল না।

তখন রাস্তা দিয়ে বিজলি গেল: জোয়ে, ব্রুনো আর তোনিও, এক লাইনে, হাত হ্যান্ডেলে। মোড়ে টিং-টিং। ব্রেক না করে, কেউ কাউকে না ছুঁয়ে ওরা ফোয়ারা ঘুরে গেল।

"প্রথম স্টেশন, একবারেই," যেতে যেতে তোনিও বলল।



আমরা প্রায় রাতের বেলায় উঠোনে পৌঁছালাম। মারা ছোট থিয়েটারটা নিজের বাক্সে রেখে ওটা দোকানে নিয়ে গেলেন।

আমি আজকের হিসেবটা মিটারে লিখলাম। তিনটে ঘরেই নাম ছিল। আর আমাদের রাস্তায় একটা থিয়েটার খুলে গেল। মিটারে কিছু একটা কম ছিল। কী, বুঝতে পারলাম না।

তিনজনের মিটার

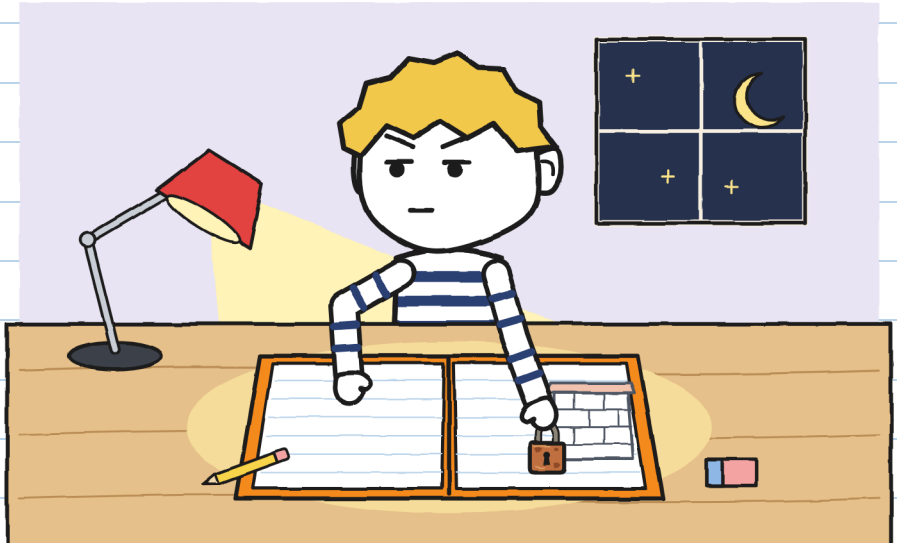
	বওয়া 	দিক দেখানো 	পথ করে দেওয়া 	
দোকান → উঠোন	*গুনি আর নোয়া*	*হুলিতা*	*হুলিতা*	?
দোকান → ফোয়ারা	গুনি আর নোয়া	হুলিতা	হুলিতা	খুলে গেল · ৩ বার আবার করা

ওই লাইনে আমার নাম দুবার আছে। আর আমি দুটোর একটাতেও ছিলাম না। -হু.

বাড়িতে আমি শেষ পাতায় এঁকে ফেললাম মঙ্গলবার পাঁচিলের পেছনে যা পেয়েছিলাম। একা থাকলেও হাত দিয়ে ঢেকে রাখলাম।

ভাবলাম: "কাল ওরা আবার ভুল করবে। তখন আমি ওটা বের করব"।

পরিকল্পনাটা আমার ভালোই মনে হলো। সময়ও ঠিক করা ছিল।



এই পাতাটা আমি বৃহস্পতিবার পড়েছি। ভালো লাগেনি। বুধবারের আমারটাও না। -হু.

অধ্যায় ৩

গুনির নকশাটা কি কাজে লাগে?

সেই রাতে আমি পুরো নকশাটা বানালাম। ওপর থেকে দেখা উঠোন, মাপা পাঁচিল, ফটক, ফোয়ারা, তিনটে অংশ। আর পেছনে, মঙ্গলবারের জিনিসটা।

দারুণ একটা নকশা হলো। ওটা চার ভাঁজ করে খাতার ভেতরে রেখে দিলাম।



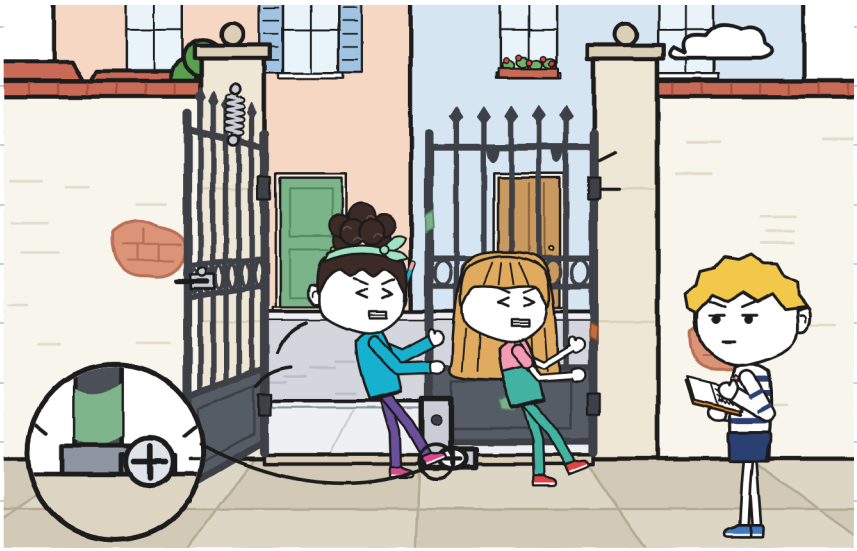
বৃহস্পতিবার দোকানে নোয়া পা গুনছিল।
"দরজা থেকে ফুটপাতের ধাপ, ছয় পা। ফুটপাতের ধাপ থেকে রাস্তার বাতি, এগারো।"
"এটা তো ফিতে দিয়ে মাপে," আমি বললাম।
"আমি মাপি পা ফেলে। পা তো সবসময় সঙ্গেই থাকে।"

আমি নোয়ার একটা পা মাপলাম: আটান্ন সেন্টিমিটার। ও নোটবইয়ে লিখে রাখল। আমি আমার খাতায়। হুলিতা আমাদের দেখছিল। আমরা ছিলাম একই সময় দেখানো দুটো ঘড়ি। ভেবেছিলাম নোয়া আরেকজন হুলিতা হবে। ও তা নয়। নোয়া গোনে।



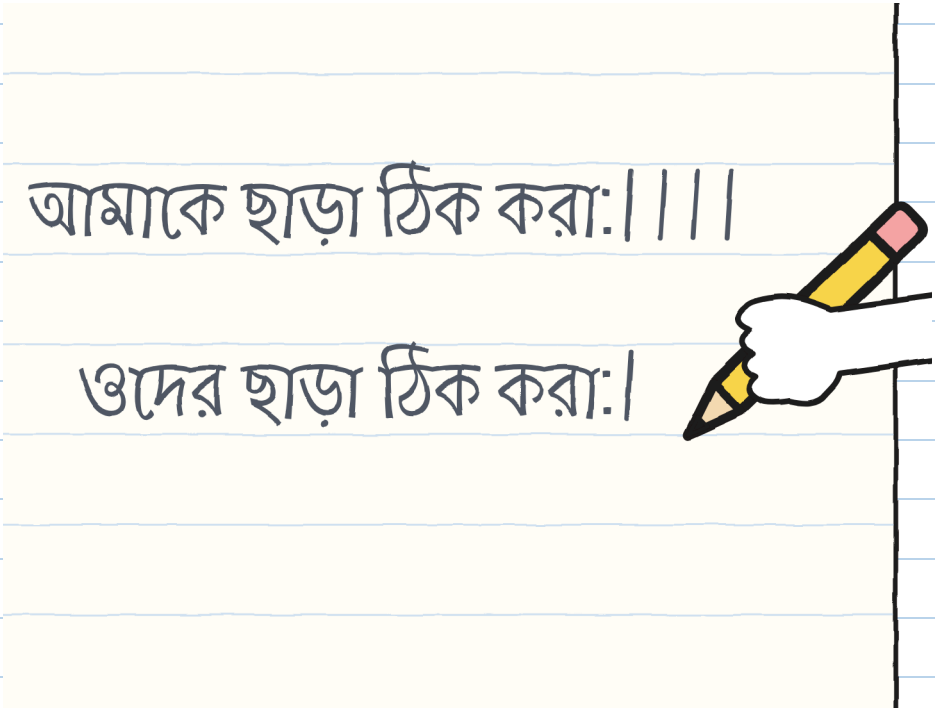
আমরা ইরেনের সঙ্গে উঠোনে গেলাম। হুলিতা আর নোয়া নিজেদের বুদ্ধিটা পরখ করতে চাইছিল: ফটকের দুটো পাল্লাই খোলা।
প্রথম পাল্লাটা নিজে থেকে খোলে আর বন্ধ হয়। দ্বিতীয়টা খুলল না। ওটা রঙে আটকে আছে, আর একটা স্ক্রু দিয়ে মাটির সঙ্গে গাঁথা।

"তাহলে লেবেলটাই ভুল," হুলিতা বলল।
"নিশ্চয়ই," নোয়া বলল।
দুই সেকেন্ডে ওরা ঠিক করে ফেলল। আমি দাগের জন্য পেনসিল বের করলাম। সেটা ছিল পঞ্চম।



আমি দিলাম না।

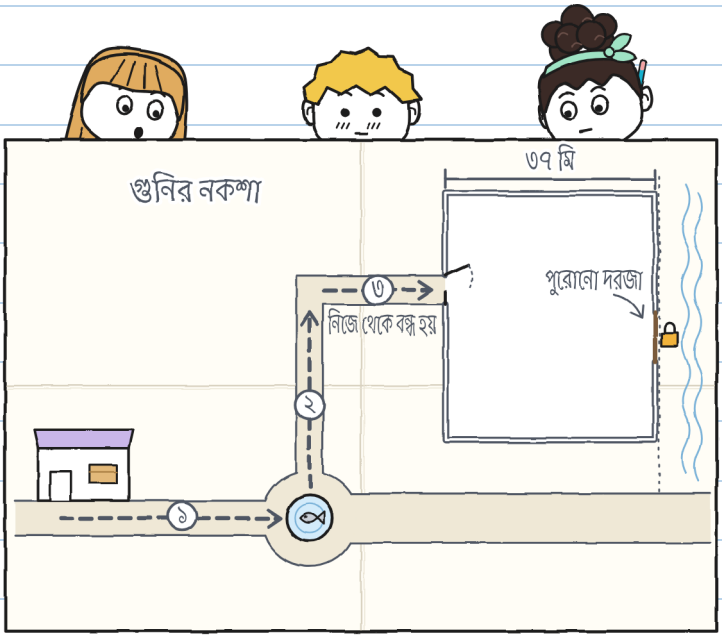
আমি দাগগুলোর সারির দিকে তাকালাম। একটা কম ছিল, আমারটা। মঙ্গলবার পাঁচিলের পেছনে আমি কাউকে না জিজ্ঞেস করে একটা কিছু ঠিক করেছিলাম। ঠিক করেছিলাম চুপ থাকব।



“লেবেলটা ভুল নয়,” আমি বললাম। আমি যতটা ভেবেছিলাম, তার চেয়ে জোরে বললাম। “উঠোনের আরেকটা দরজা আছে। পেছনে, খালের পাশের গলিতে। পুরোনো, আর তালা দেওয়া। আমি ওটা মঙ্গলবার পেয়েছি।”

আমি নকশাটা বের করে ছোট থিয়েটারের ওপর মেলে ধরলাম।

“মঙ্গলবার?” হুলিতা বলল।
“মঙ্গলবার। পরে ঠিক প্রমাণ করব বলে ওটা তুলে রেখেছিলাম।”



কিছুক্ষণ কেউ কিছু বলল না। আমি মেপে দেখলাম: লম্বা সময়।
"ঠিক আছে," নোয়া বলল। আর দরজাটা নিজের ম্যাপে
এঁকে নিল।
হুলিতা "ঠিক আছে" বলল না। ও একটা পা নাড়াচ্ছিল।
"গতকাল এটা আমাদের খুব দরকার ছিল।"
"হ্যাঁ।"

উঠোনে লুকোনোর জায়গা নেই। আমি খুঁজলামও না। নকশাটা
খোলা রেখে দাঁড়িয়ে রইলাম।

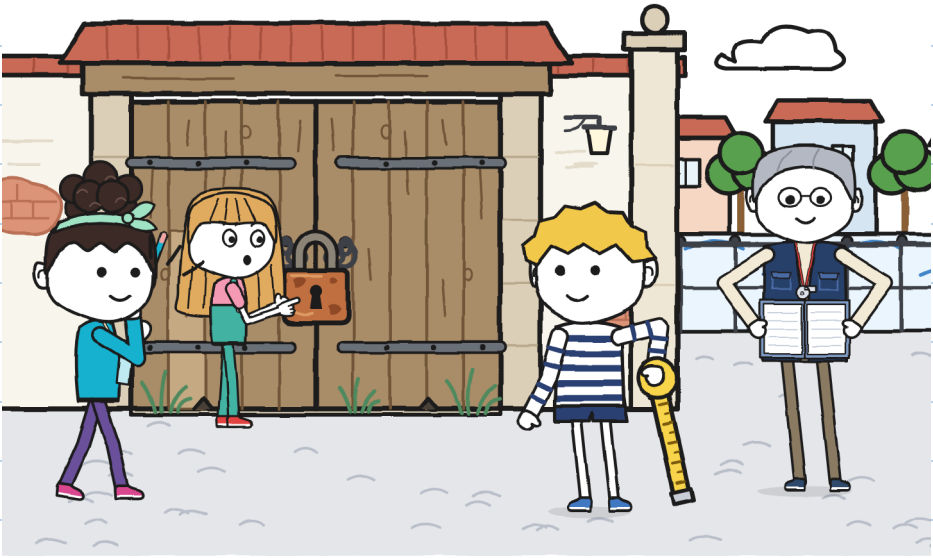


আমি "ঠিক আছে" বলিনি, কারণ তখনও ওটা সত্যি ছিল না। -হু.

আমরা ইরেনের সঙ্গে দরজাটা দেখতে গেলাম। নোয়া পাঁচিল গুনল: চৌষট্টি পা। আমি আগেই মেপেছিলাম: সাঁইত্রিশ মিটার। একই এল।

পুরোনো দরজাটা কাঠের, দুটো পাল্লার, এক দৈত্যের খাটের মতো চওড়া। তালাটায় তালার চেয়ে মরচে বেশি।

"অনেক বছর ধরে বন্ধ," ইরেনে বললেন। "আমি তো সবসময় এভাবেই দেখেছি।"



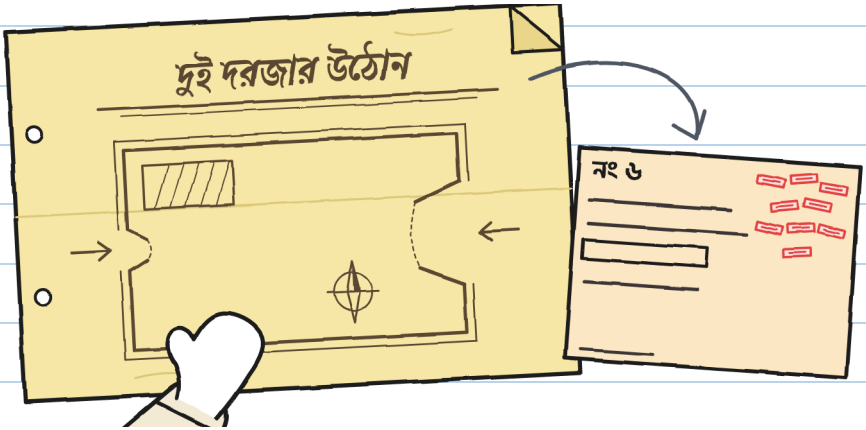
ইরেনে সেন্টারের রেজিস্টারে খুঁজলেন। একটা হলুদ পাতা পেলেন।

"এই তো। এই দরজা যখন চালু ছিল, দুই জায়গা দিয়ে ঢোকা যেত: ফটক দিয়ে বা এখান দিয়ে। লোকে উঠোনটাকে বলত 'দুই দরজার উঠোন'। আর সব দলের মধ্যে শুধু থিয়েটার উঠোনে মহড়া দেয়।"

"তাহলে লেবেলটা ধাঁধা নয়," নোয়া বলল।

"এটা একটা ঠিকানা," আমি বললাম।

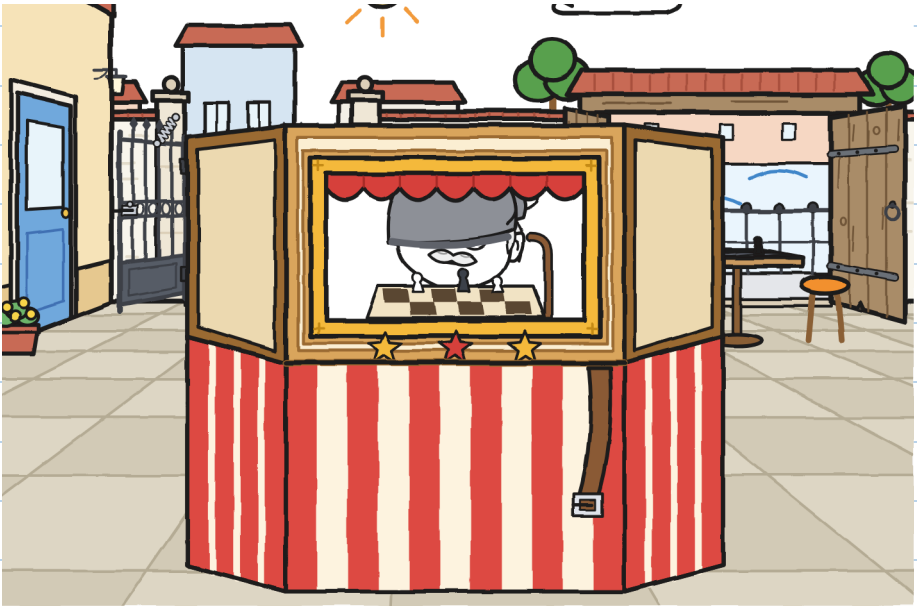
"উঠোনের ওয়ার্কশপ। দুই দরজা দিয়ে প্রবেশ।" ঠিকই লেখা ছিল। শুধু পুরোনো।



মারা পরে বললেন, ওই তালাটা উনি নয়বার দেখেছেন। ভেবেছিলেন বন্ধ দরজা গোনা যায় না। -হু.

চাবিটা ফাইলের মধ্যে একটা খামে ছিল: "পুরোনো দরজা। হারাবে না"। ইরেনে তালা খুললেন। দরজাটা একটা জাহাজের মতো আওয়াজ করল।

উঠোনে দাবার দল টেবিলগুলো রোদে রেখেছিল। ইরেনে মাঝখানে ছোট থিয়েটারটা খুললেন। দেখতে চাইলেন দুই দরজার মাঝে কতটা জায়গা থাকে। দরকারের বেশিই থাকে। ছোট থিয়েটারের জানালা দিয়ে দেখা গেল দন আন্তনিওকে, বেরেট টুপিটা চোখের ওপর নামানো। উনি একটা চাল ভাবছিলেন। একটু নাক ডাকছিল।



"শনিবার আমি দুটোই খুলে দেব," ইরেনে বললেন।
"সাইকেলগুলো ঢুকবে পুরোনোটা দিয়ে, গলি থেকে। যারা বোঝা নিয়ে হেঁটে যাবে, তারা ফটক দিয়ে। তাহলে কাটাকাটি হবে না।"
"কিন্তু পুরোনোটা বেশি চওড়া," হুলিতা বলল। "আর নিজে বন্ধ হয় না।"
"ফটকটা তোমাদের। ওয়ার্কশপ যদি ছোট থিয়েটার কোনো চত্বরে নিয়ে যায়, সেখানে এর চেয়ে খারাপ দরজাও আছে।"
হুলিতা মুখ খুলল। নোয়ার দিকে তাকাল। আমার দিকে তাকাল।
"তুমি কী বলো?"
পুরো সপ্তাহে এই প্রথমবার। আমি তারিখ দিয়ে লিখে রাখলাম।



আমি বললাম ফটকটা, তবে মহড়া দিয়ে। নোয়াও তা-ই। হুলিতা বলল ঠিক আছে। এবার কথাটা অর্ধেক সত্যি ছিল।

তারপর আমরা মিটারটা ঠিক করলাম। ওর তিনটে ঘর বুধবারের জন্য বা আমারটার জন্য কাজে লাগছিল না।

তিনজনের মিটার (চারটে ঘরসহ)

	বওয়া 	দিক দেখানো 	পথ করে দেওয়া 	***জানানো*** 
উঠোন, দ্বিতীয় চেষ্টা	হুলিতা আর নোয়া	হুলিতা আর নোয়া	গুনি	গুনি, না
দোকান → ফোয়ারা	গুনি আর নোয়া	হুলিতা	হুলিতা	***কেউ না***

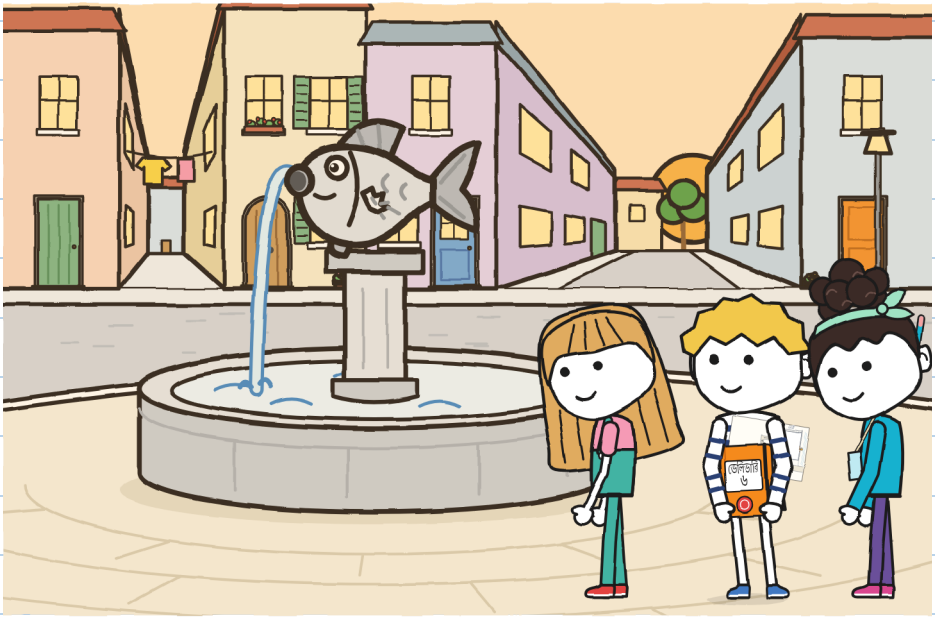
 জানানো: যে যা জানে, বলে দেওয়া

তিনজনের মিটারে চারটে ঘর। আমি অভিযোগ করছি না। চতুর্থটাই আমার সবচেয়ে কঠিন লাগে। -হু.

আমরা ফোয়ারার পাশ দিয়ে ফিরলাম। আমি মাছটার সামনে দাঁড়ালাম, ওর খোঁড়া দিকে।

"তোমরা আমাকে গল্পটা বলবে?"
"সে অনেক লম্বা," হুলিতা বলল।
"শনিবার," নোয়া বলল। "যদি পৌঁছাই।"

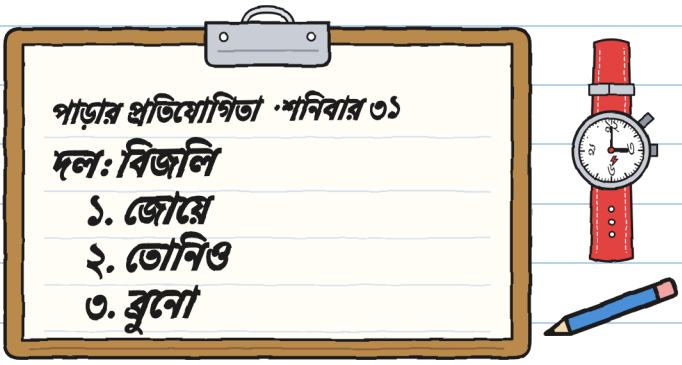
এটা "না" ছিল না। আমি নকশাটা খাতায় রেখে দিলাম, এবার ভাঁজ না করে। অর্ধেক নকশা বাইরে উঁকি দিচ্ছিল।



অধ্যায় ৪

যে-কেউ কি দিক দেখাতে পারে?

শুক্রবার তোনিও দোকানে এল। সঙ্গে ঘড়ি, একটা পেনসিল আর বিজলির কাগজ।



"জোয়ে লিখেছে," ও বলল। "ব্রুনো ওকে নিজের নামটা বলেছিল: 'ব্রুনো, ব দিয়ে'।"
"আর জোয়ে?"
"লিখল ব্রুনো। ব দিয়ে।"

তোনিও নিজের বাক্সে বসে ঘড়ি শূন্যে নিল।
"আজ আমি সময় মাপছি। মতামত দিচ্ছি না। লিখে রাখছি কী আবার করতে হলো।"

নোয়ার বুদ্ধি: পালা। তিনটে অংশ, আর প্রতিটায় আলাদা একজন দিক দেখাবে। আমার বুদ্ধি: যে বইছে না, সে-ই দিক দেখাবে আর পথ করে দেবে। বাকি দুজন শুধু ছোট থিয়েটারটাই দেখে। হুলিতার বুদ্ধি: এখনই শুরু করা।

"প্রথম অংশে কে দিক দেখাবে?"
আমরা তিনজন একসঙ্গে আঙুল দেখালাম। প্রত্যেকে অন্য একজনকে দেখাল।

তোনিও ওটা লিখে নিল। ইরেনে দরজায় অপেক্ষা করছিলেন, ফাইল হাতে। উনিও মতামত দিচ্ছিলেন না।



ছোট থিয়েটার তোলার আগে হুলিতা বলল:
"একটা কথা। বুধবার আমি এমন একটা নির্দেশ দিয়েছিলাম, যেটা শুধু নোয়া বুঝত। আর তারপর বলেছিলাম: 'গুনি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে'।"
আর কিছু বলল না। বলার দরকারও ছিল না: সবই ছিল ওতে।

"ঠিক আছে," আমি বললাম। এটা আমি নোয়ার কাছ থেকে শিখেছি।
"মাছটার কোন দিকের পাখনা নেই?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।
"বাঁ দিকের, তুমি যেদিক থেকে আসো। ফোয়ারার কাছে, বাঁয়ে বাঁক। আমি তোমাকে পাঁচ পা আগে জানাব।"
"এটাই তো নির্দেশ।"



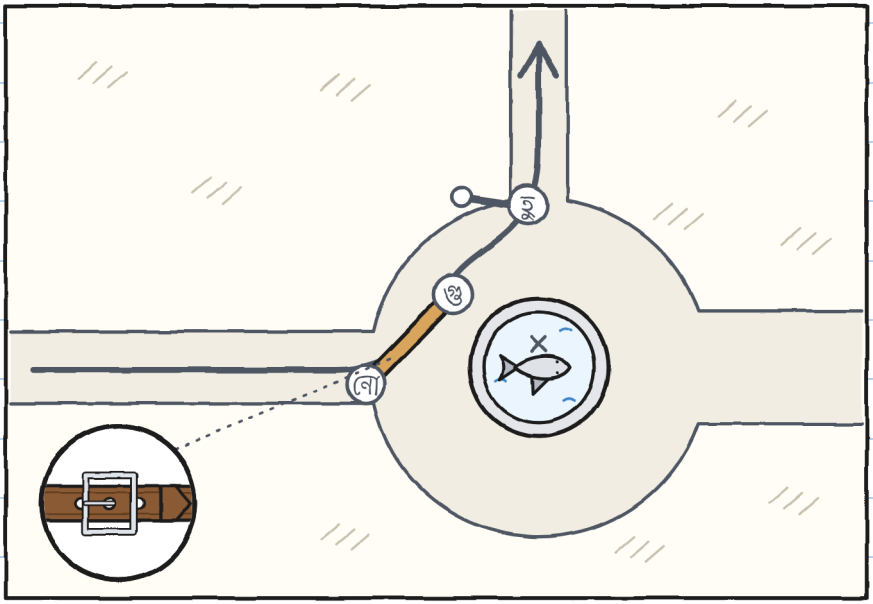
দুই পা-ই স্থির। ছবিতে দেখে নাও। -হু.

প্রথম অংশ। নোয়া বেল্টটা দ্বিতীয় ফুটোয় আটকাল।

"পাঁচ পা... বাঁয়ে বাঁক!"
"বেল্ট!" নোয়া বলল। আর ধরে রাখল।

আমরা খোঁড়া মাছটাকে ঘিরে ঘুরলাম। মনে হলো যেন সবসময় এমনটাই করি। একটাও ক্ল্যাক নয়।

"প্রথম অংশ: ছয় মিনিট," তোনিও বলল। "আবার করা: কিছু না।"

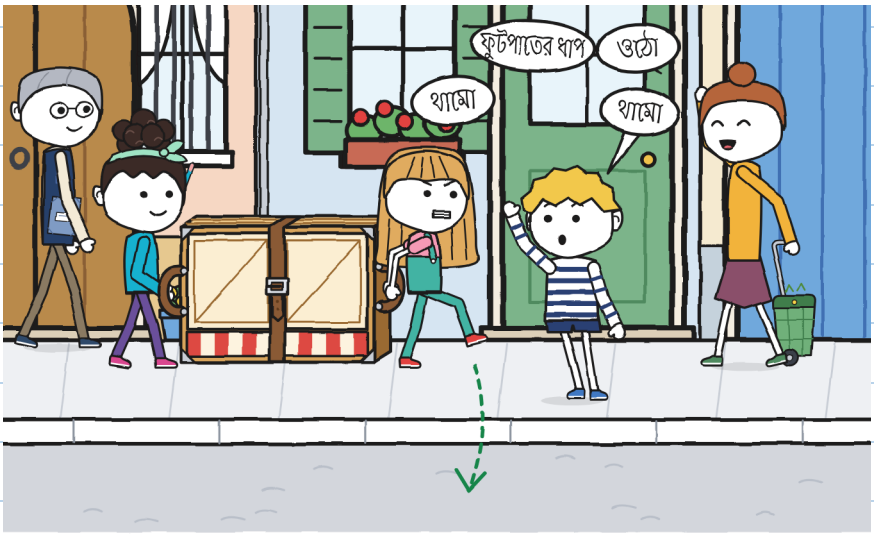


দ্বিতীয় অংশ, ফোয়ারা থেকে মোড়। বইছিল হুলিতা আর নোয়া। দিক দেখাচ্ছিলাম আমি।

আমি দিক দেখাই এভাবে:

"তিন পা। থামো। ফুটপাতের ধাপ। ওঠো। দুই পা। থামো। একজন মহিলা। শুভ বিকেল। মহিলা পেরোচ্ছেন। চার পা।"

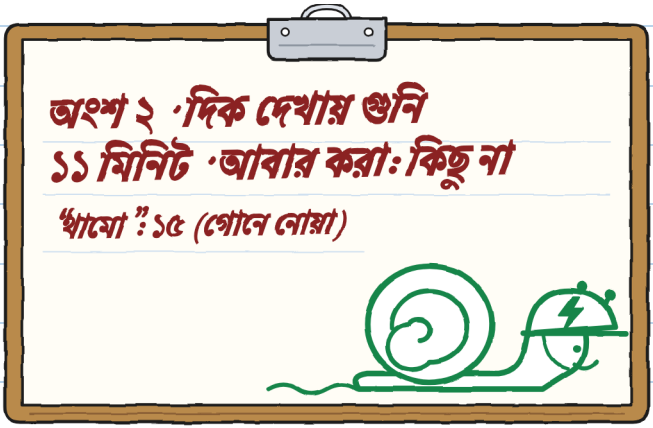
হুলিতা সামনে ছিল, নিজের হাতলে, চুপচাপ। ওর পা ছোট রাস্তার দিকে চলে যাচ্ছিল। ও ওটাকে আমার রাস্তার দিকে ফিরিয়ে আনছিল।



"দ্বিতীয় অংশ: এগারো মিনিট," তোনিও বলল। "এর চেয়ে ধীর আমি কখনও মাপিনি। আবার করা: কিছু না।"

আমি এই প্রথম কিছু পরিচালনা করলাম। আর কিছুই আবার করতে হলো না।

"তুমি 'থামো' বলেছ চোদ্দবার," হুলিতা বলল।
"আমি গুনেছি," নোয়া বলল। "পনেরোবার।"
"ছয়টা বেশি ছিল," হুলিতা বলল। "কিন্তু আমি সবগুলোতেই থেমেছি।"



আমি একটারও তর্ক করিনি। দাঁত চেপে ধরে থাকতে থাকতে ব্যথা করছিল। -হু.

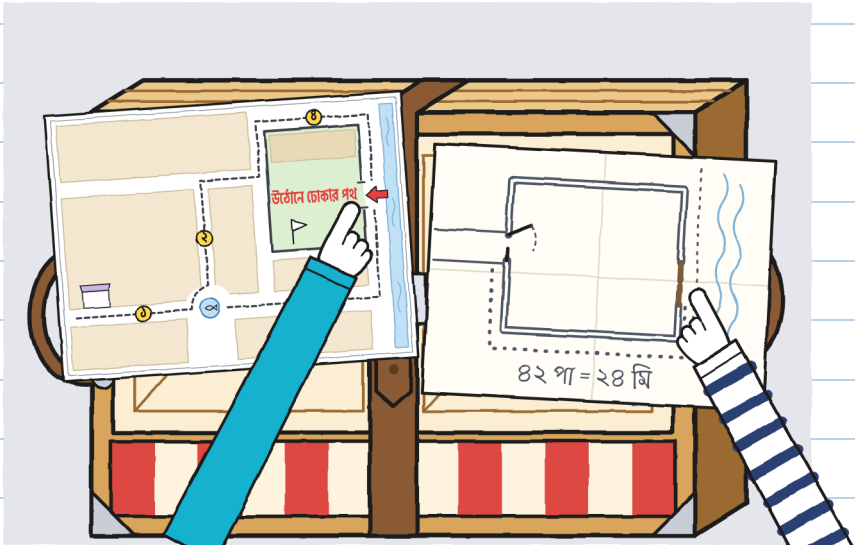
তৃতীয় অংশ, মোড় থেকে উঠোন। হুলিতা আর আমি বইছিলাম। দিক দেখাচ্ছিল নোয়া, প্রতিযোগিতার ম্যাপ নিয়ে। ইরেনে প্রতিটা দলকে একটা করে দিয়েছিলেন।

নোয়া বিশ পা পর থেমে গেল, যেখানে খালের পাশের গলি শুরু।
"মিলছে না।"
"কী মিলছে না?"
"ম্যাপ আমাদের এখানে পাঠাচ্ছে, পুরোনো দরজায়। আমরা ঢুকব ফটক দিয়ে, অন্য দিকে।"



আমরা ছোট থিয়েটারটা মাটিতে নামালাম। আগে নামানো; তারপর তর্ক।
আমি আমার নকশাটা ওর ম্যাপের পাশে রাখলাম। ম্যাপে একটাই ঢোকার পথ আঁকা ছিল। সেটা ফটক নয়। সেটা পুরোনো দরজা।
"এটা পুরোনো ম্যাপ," আমি বললাম। "যখন ওদিক দিয়ে ঢোকা হতো, তখনকার।"

ওখান থেকে ফটক পর্যন্ত নোয়ার বিয়াল্লিশ পা। বা আমার চব্বিশ মিটার। ওর পা আর আমার ফিতে দিয়ে আমরা পুরো পাড়াটা মাপতে পারি।



“ইরেনেকে বলব?” হুলিতা জিজ্ঞেস করল।
“আর অন্য দলগুলোকেও,” নোয়া বলল। “নইলে যারা হেঁটে যাচ্ছে, তারা গলি দিয়ে ঢুকবে। সাইকেলের সঙ্গে।”
আমি কিছু বললাম না। আমি একমত ছিলাম।

ইরেনে ম্যাপগুলো একটা একটা করে ঠিক করে দিলেন, লাল মার্কার দিয়ে। তোনিও নিজেরটা দেখল।
“বিজলি ম্যাপে যেদিক বলা, সেদিক দিয়েই ঢুকতে যাচ্ছিল।”
“তোমরা ওদিক দিয়েই ঢুকবে,” ইরেনে বললেন। “সাইকেলের জন্য ম্যাপটা ঠিকই ছিল। কাকতালীয়ভাবে।”



আমরা মোড়ে ফিরে গিয়ে তৃতীয় অংশটা আবার করলাম, এবার ফটক পর্যন্ত। হুলিতা আর আমি বইলাম। নোয়া দিক দেখাল, পথ করে দিল আর জানাল। সবকিছু একসঙ্গে:

"থামো! আমি পাল্লাটা ধরেছি! যাও!"

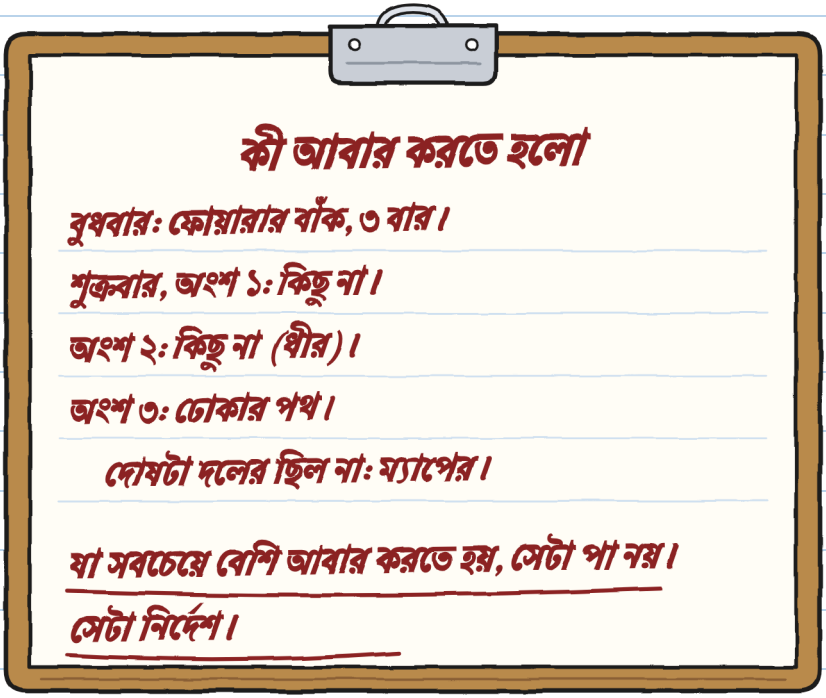
আমরা পেরোলাম। আমি মিটারটা ভরলাম।

	বওয়া 	দিক দেখানো 	পথ করে দেওয়া 	*জানানো* 
মোড় → উঠোন	গুনি আর **হুলিতা**	**নোয়া**	**নোয়া**	**নোয়া:** *"ম্যাপটা ভুল"*

এটাই প্রথম সারি, যেখানে সব ঘর ভরা। চতুর্থটা, জানানোরটা, ভরেছিল নোয়া।

ফটকটা ভারী। নোয়া ওটা পিঠ দিয়ে ধরেছিল, তুমি যেমন মঙ্গলবার। আমি লিখে রাখছি। তুমি লিখতে না। -হু.

তোনিও আমাদের ওর কাগজটা দেখাল।



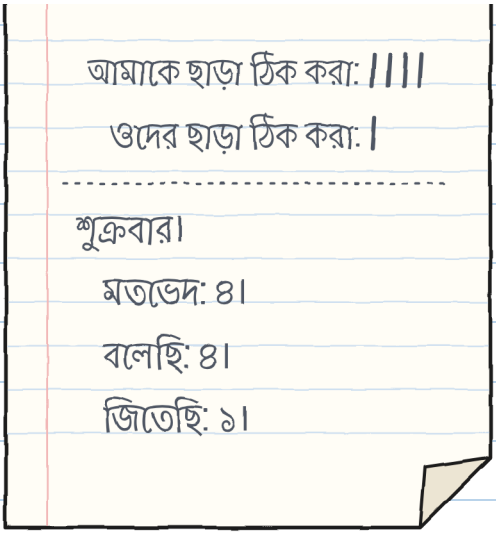
"শেষ কথাটা একটা মত," হুলিতা বলল।
"এটা একটা তথ্য," তোনিও বলল। "বিজলিতে একটা ভুল বলা ঠিকানার দাম দুবার দিতে হয়: যাওয়ার সময় আর ফেরার সময়।"

তোনিও হেলমেট পরে মহড়া দিতে চলে গেল। টিং-টিং।

রাতে, দোকানে, মারা ছোট থিয়েটারটা নিজের বাক্সে রেখে দিলেন। নোয়া বকলসটার দিকে তাকাল।

"কাল, তৃতীয় ফুটোয়। খুলতে কষ্ট হয়, কিন্তু চলবে।"

আমি খাতাটা খুললাম দাগগুলোর কোণে। আজ আমি একটাও দাগ দিইনি। চারটে মতভেদ গুনলাম। সবগুলো আমি জোরে বলেছি। একটা জিতেছি।



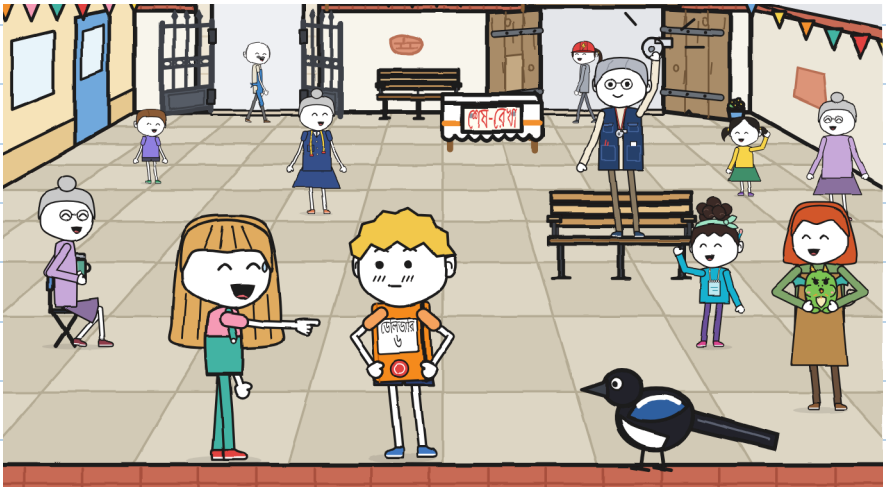


যেটা তুমি জিতেছ, সেটা ছিল তর্কের আগে ছোট থিয়েটারটা মাটিতে নামানোর। ওটা আমি তোমাকে উপহার দিলাম। -হু.

অধ্যায় ৫

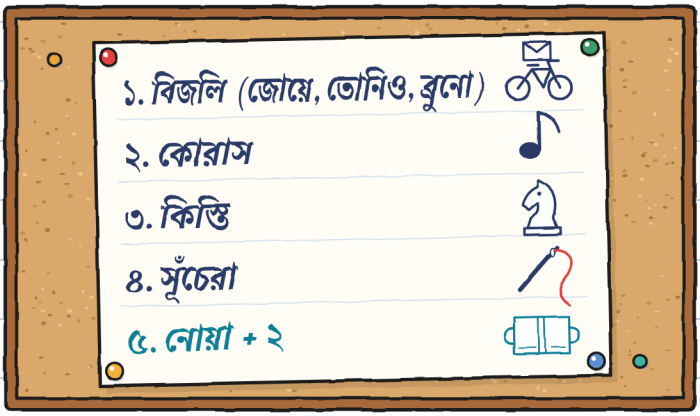
প্রথম হয়ে পৌঁছানো কি জরুরি?

শনিবার আমি শনিবারের কমলা টি-শার্টটা পরলাম।
"খাতার সঙ্গে মানিয়েছে," হুলিতা বলল।
এগারোটায় উঠোনের দুটো দরজাই খোলা, অনেক বছরে এই প্রথম। লোক ঢুকছে দুটো দিয়েই। ইরেনে হুইসেল হাতে নিয়মগুলো বললেন:
"প্রতিটা দল তাদের বোঝা এখানে নিয়ে আসবে, সব স্টেশন হয়ে। বোঝা নিয়ে ছোটা চলবে না। যে ছোটে, সে অংশটা আবার করে। যে আবার করে না, সে সময় জেতে।"



পাঁচটা দল ছিল। বিজলির হাতে একটা খাম, সাইকেলে। কোরাসের হাতে সুরলিপির একটা স্ট্যান্ড। দাবার দলের একটা বিশাল দাবার বোর্ড। সেলাইয়ের দলের মাথাহীন একটা ম্যানিকিন।

নোয়া আমাদেরটা লিখেছিল সোমবার, আমার সঙ্গে পরিচয়ের আগে:



"আমরা 'নোয়া + ২'," আমি হুলিতাকে বললাম।
"আমি ২," ও বলল। "আর তুমি 'প্লাস'।"

প্রতিটা দল বেরোচ্ছিল সেই দরজা দিয়ে, যেখানে ওদের বোঝা ঘুমোয়। দন আন্তনিও আমাদের রওনা করিয়ে দিলেন। উনি কাছেই থাকেন আর ছোটেন না।

মারা ছোট থিয়েটারটা বের করলেন। নোয়া তাড়াতাড়ি বেল্ট আটকাল আর আমরা ওটা তুললাম। ক্ল্যাক! একটা প্যানেল খুলে গেল।

"মাটিতে," আমি বললাম।

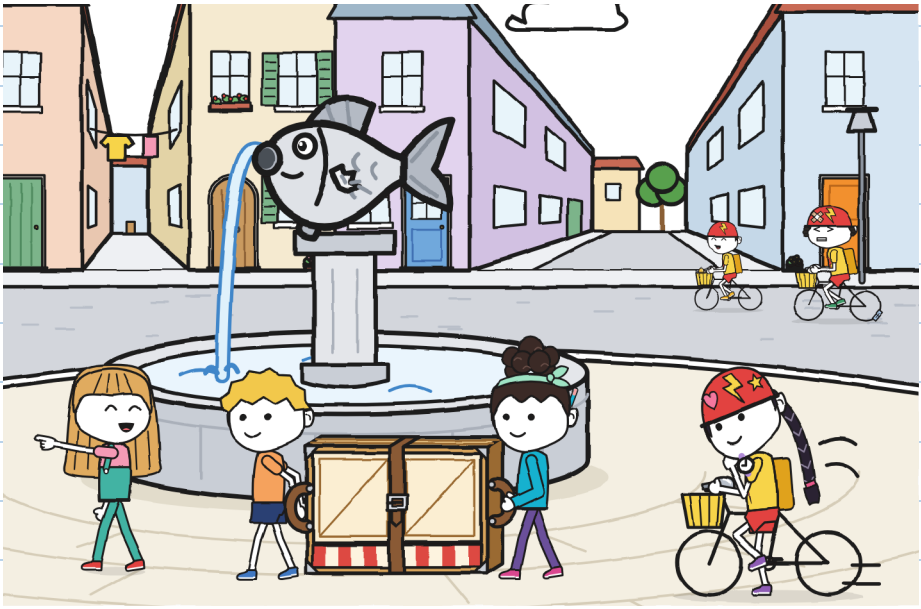
কেউ তর্ক করল না। নোয়া আবার বেল্ট আটকাল, ধীরে, তৃতীয় ফুটোয়। দুবার টানল।

দন আন্তনিও বেরেট টুপিটা নামালেন: শুরুর পতাকা।

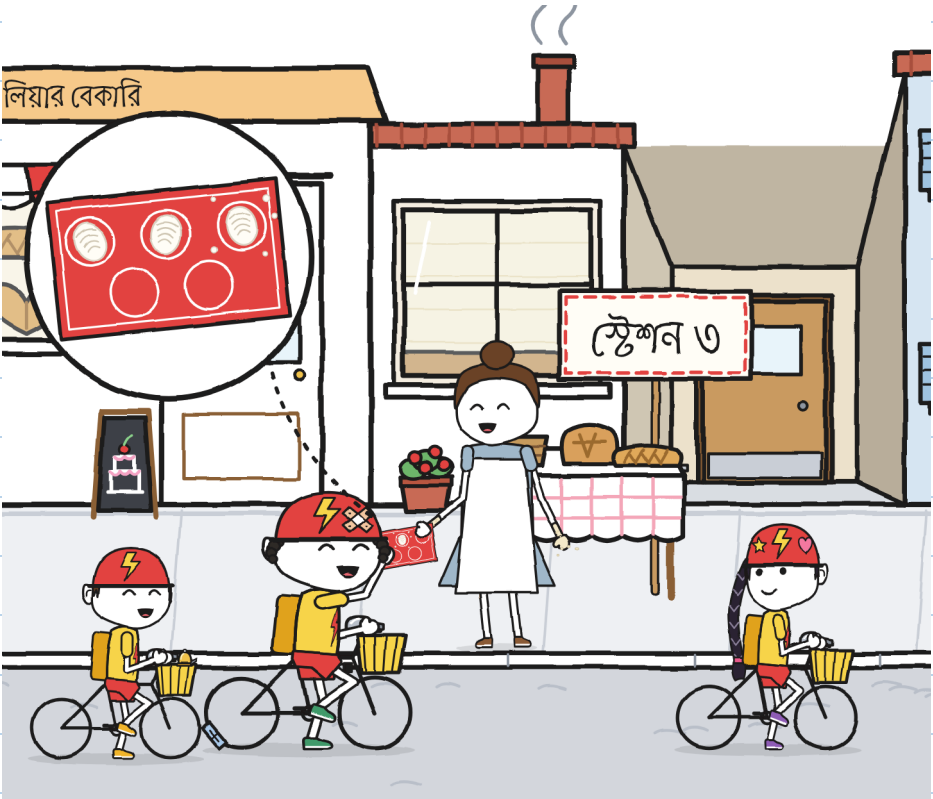
"ধীরেসুস্থে," বললেন। "এভাবেই পৌঁছানো যায়।"



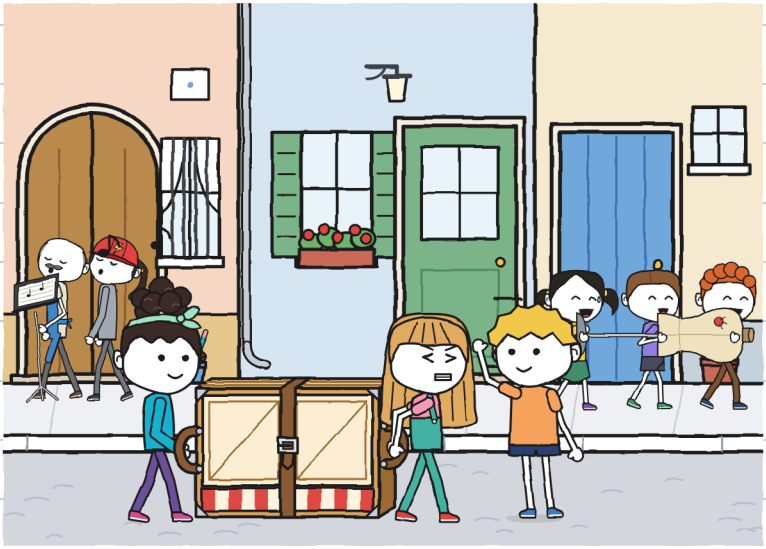
প্রথম অংশ। দিক দেখাচ্ছিল হুলিতা।
"পাঁচ পা... বাঁয়ে বাঁক!"
"বেল্ট!"
আমরা ধীরে ধীরে খোঁড়া মাছের চারদিকে ঘুরছিলাম, মোড়টা জুড়ে। জোয়ে সাইকেলে এসে পৌঁছাল। ও ছিল সবার আগে। ব্রেক করে মাটিতে একটা পা রাখল।
"তোমরা যাও। ওটা নিয়ে ছোটা যায় না।"
জোয়ে অপেক্ষা করল যতক্ষণ না আমরা বাঁক পেরোলাম। তারপর চলে গেল। বিশ সেকেন্ড আমরা সামনে ছিলাম। সময়টা ও নিজেই মাপল।



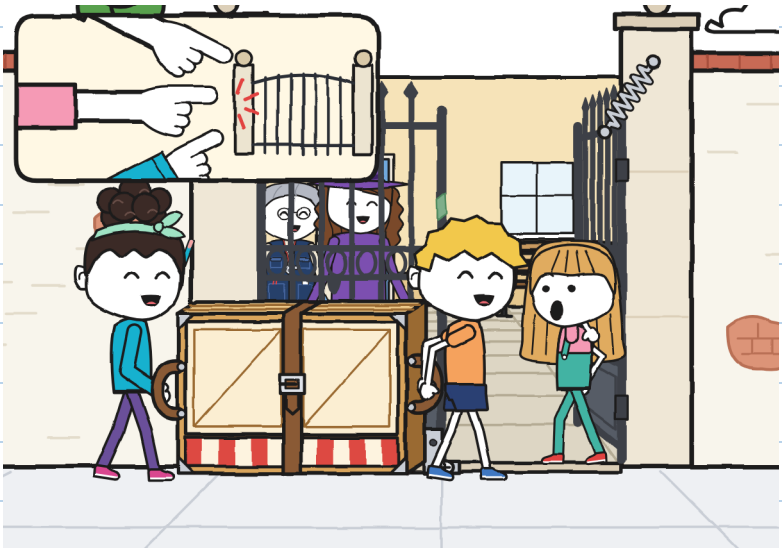
প্রতিটা স্টেশনে একটা কার্ডে সিল দেওয়া হতো। বেকারিতে এলিয়া সিল দিতেন ময়দা-মাখা বুড়ো আঙুল দিয়ে। বিজলি আমাদের তিনবার ছাড়িয়ে গেল, প্রতিবার অন্য রাস্তা দিয়ে। তোনিও দুই হাত হ্যান্ডেলে রাখত আর মোড়ে মোড়ে ঘণ্টি বাজাত। ব্রুনোর কাছে ছিল খামটা। জোয়ে প্রতিটা স্টেশনে অপেক্ষা করত। তিনজন না আসা পর্যন্ত ও কার্ড ছুঁত না।



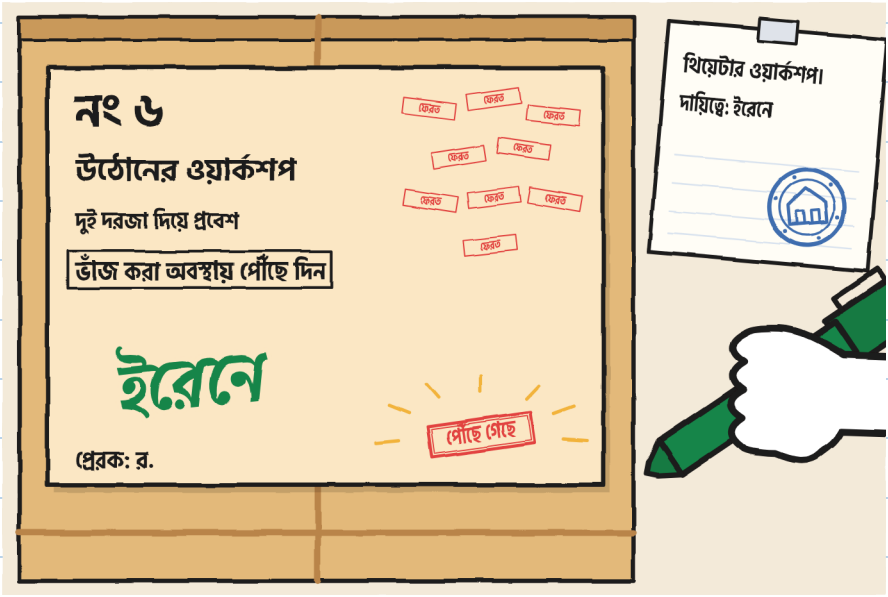
দ্বিতীয় অংশে কোরাস আমাদের ছাড়িয়ে গেল, ওদের স্ট্যান্ড নিয়ে। ওরা ছুটছিল। ইরেনের হুইসেল বাজল, আর ওরা আস্তে আস্তে গান গাইতে গাইতে ফোয়ারায় ফিরে গেল।
দাবার দল আমাদের ছাড়িয়ে গেল। ম্যানিকিনটাও আমাদের ছাড়িয়ে গেল।
হুলিতা ছুটল না। মানে: ওর একটা পা ছুটে গিয়েছিল। ও ওটাকে ফিরিয়ে আনল।
"প্রথম হয়ে পৌঁছানো কি জরুরি?"
"লেবেলে 'প্রথম' লেখা নেই," নোয়া বলল। "লেখা আছে 'ভাঁজ করা'।"
"ফুটপাতের ধাপ," আমি বললাম।



তৃতীয় অংশ। ফটক পর্যন্ত দিক দেখাল নোয়া। ওখানে আমরা ছোট থিয়েটারটা মাটিতে নামালাম।
"কে খুলবে?" হুলিতা জিজ্ঞেস করল। আর অপেক্ষা করল। আমরা তিনজন একসঙ্গে একই জায়গায় আঙুল দেখালাম। নোয়া, ফটক। হুলিতা, ফটক। আমি, ফটক। আমরা হেসে ফেললাম: এভাবে ঠিক হয় না কে।
"তুমি," আমি আর নোয়া বললাম। আর নোয়া নিজের হাতলে গিয়ে দাঁড়াল।
হুলিতা ফটকটা ধরল পিঠ আর দুই হাত দিয়ে।
"থামো! আমি পাল্লাটা ধরেছি! যাও!"
আমরা পেরোলাম। ভাঁজ করা। আস্ত।

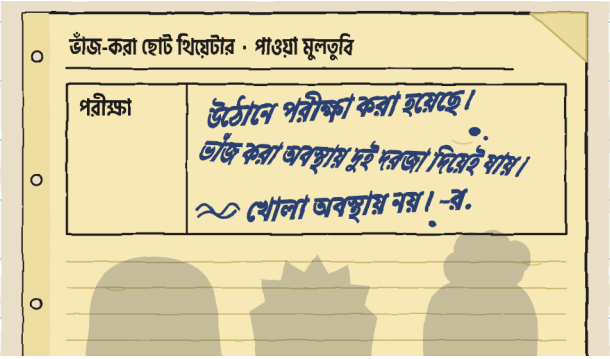


"একচল্লিশ মিনিট," ইরেনে বললেন।
বিজলির লেগেছিল চোদ্দ মিনিট। তিনজন সাইকেলের পাশে বসে ছিল, ঘাম ছাড়াই।
মারা বাক্সটা বগলে নিয়ে এলেন। ইরেনে ছোট থিয়েটারটাকে দেখলেন, উঠোনের মাটিতে ভাঁজ করা, বেল্ট যথাস্থানে। মারাকে রেজিস্টারের পাতাটা দেখালেন। হুলিতা ইরেনেকে সবুজ মার্কারটা দিল।
"আমার কাজে লাগবে," ইরেনে বললেন। আর লেবেলে সই করলেন।



লেবেলে "পৌঁছে গেছে" শব্দটা ফুটে উঠল। কেউ ওটা লেখেনি।

ইরেনে ইনভেন্টরি খুললেন: সেন্টারের জিনিসের তালিকা। ছোট থিয়েটারের পাতা আগেই ছিল, একটা পুরোনো লাইন সহ, ভীষণ খারাপ হাতের লেখায়।



"এটা আমার আগের," ইরেনে বললেন। "আমি জানি না উনি কে।"

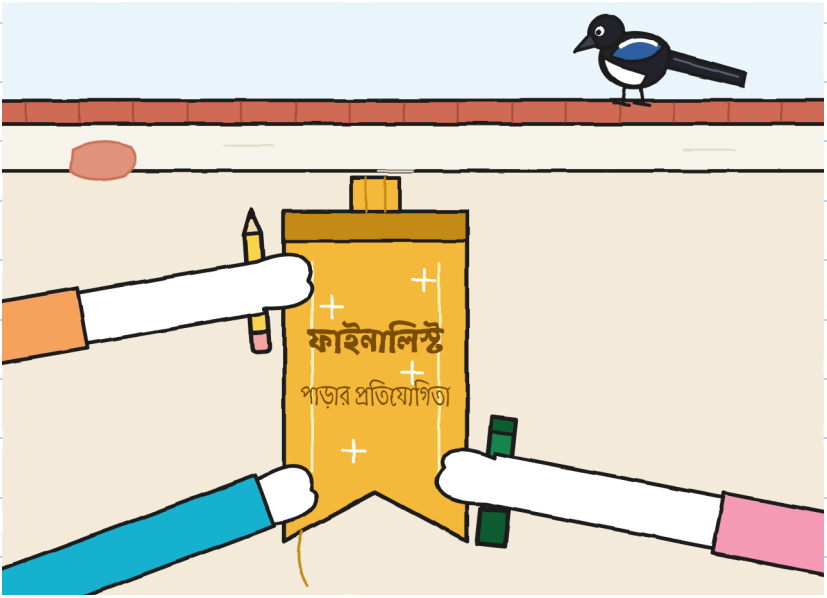
"আমরাও জানি না," হুলিতা বলল। "তবে আস্তে আস্তে জানছি।"

র. ওই উঠোনে ছিলেন। পাঠানোর আগে ছোট থিয়েটারটা পরীক্ষা করেছিলেন। এবার উনি দুটো দরজাই মেপেছেন: ফটক আর পুরোনোটা।

এলিয়ার দরজা। উঠোনের দুটো দরজা। র. দরজা মাপেন। এটা আমি কার্ডের জন্য রেখে দিচ্ছি। -হু.

বিজলি জিতল, একটা অংশও আবার না করে। পুরস্কার ছিল এলিয়ার একটা বড় রুটি, ওপরে ময়দা দিয়ে একটা ১। জোয়ে ওটা তিন ভাগ করল। ব্রুনোরটা জোয়েরটার মতোই বড় ছিল।

যারা পুরো বোঝা নিয়ে পৌঁছাল, ইরেনে সেই দলগুলোকে একটা ফিতে দিলেন।



"ফাইনালিস্ট মানে যে সবার শেষে আসে," হুলিতা বলল।
"মানে যে শেষ পর্যন্ত আসে," নোয়া বলল।
"আমরা সবার শেষে এসেছি, শেষ পর্যন্ত," আমি বললাম।
"দুটোই ঠিক।"

"এটা এখন এখানে আছে," ইরেনে বললেন। "এর প্রথম ব্যবহারটা করা যাক।"
মারা আর ইরেনে ওটা খুললেন। আমরা, পেছনে। আমাদের হাতে ছিল দুই মিনিট একটা নাটক বানানোর। নোয়া ভূমিকা ভাগ করল। আগে জিজ্ঞেস করল:
"কে কম কথা বলতে চায়?"
আমি হাত তুললাম।
টুকরো ভেরার কাছ থেকে ছুটে বেরিয়ে এক মিটার উড়ল। একটা প্যানেলে বসল, লেজ জানালার সামনে ঝুলিয়ে। ওটা তখনই নাটক, আর আমরা তখনও শুরুই করিনি।



নাটকটার নাম ছিল "যে পার্সেল ঢুকতে চায়নি"। হুলিতা ছিল মারা, মাথায় কাগজের টুপি। নোয়া ছিল সব দরজা। আমি ছিলাম পার্সেল, জানালায়।

"ওয়ার্কশপ?" নোয়া বলছিল। "এখানে, সেলাই।"

"ফেরত," আমি বলছিলাম।

কথাটা আমি নয়বার বললাম। দর্শকরা গুনছিল। দশমবার নোয়া দুই হাত ছড়িয়ে দিল, আর আমি অন্য শব্দটা বললাম। অভিবাদন জানাতে আমরা তিনজন জানালায় উঁকি দিলাম। আমরা এঁটে যাচ্ছিলাম। চাপাচাপি করে।



টুকরো করে ভাগ হয় না। নিজেরা গা ঘেঁষে বসতে হয়। -হু.

অধ্যায় ৬

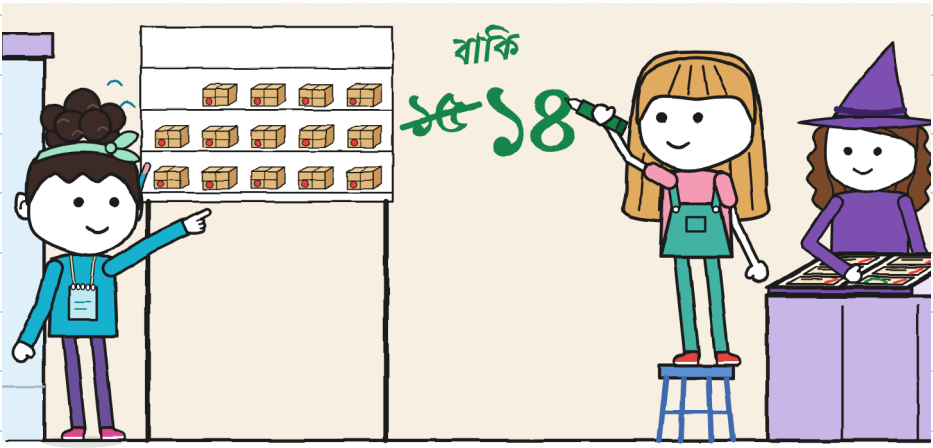
প্রতিযোগিতা শেষ হলে কী থাকে?

বিকেলে আমরা লেবেলটা নিয়ে দোকানে ফিরলাম। নোয়াও এল। হুলিতা সাইনবোর্ডের দিকে তাকাল, তারপর মারার দিকে।

"পারি?"

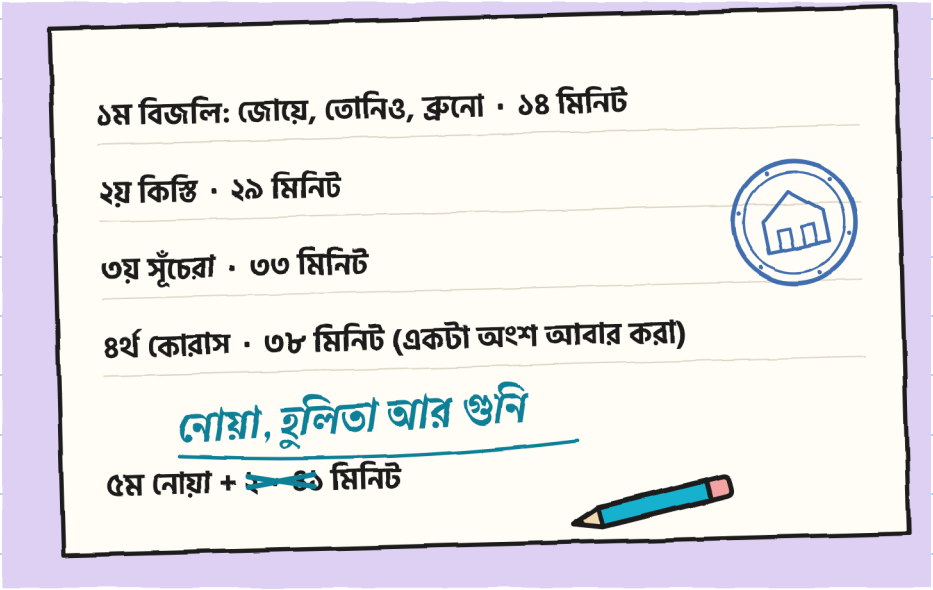
"এটা তোমারই সাইনবোর্ড।"

হুলিতা ১৫ কেটে দিয়ে বড় করে ১৪ লিখল। মারা লেবেলটা তাঁর বইয়ে সেঁটে দিলেন, অন্য পাঁচটার সঙ্গে।



নোয়া নিচু গলায় গুনল। ওর চোদ্দই এল। ও গুনতে জানে। -হু.

তোনিও ফলাফলের তালিকা নিয়ে এল। আমি ওটা খাতায় লিখে রাখলাম।



আমি ওটা দুবার দেখলাম। "ব্রুনো" পুরো ছিল। না কাটা, ওপরে কিছু নেই।

নোয়া আমাদের দলের ব্যাপারটা ঠিক করে দিল ওর ফিরোজা পেনসিল দিয়ে। কেউ ওকে বলেনি।
"সোমবার জানতাম না তোমাদের নাম," ও বলল। "মানে। গুনির নামটা।"

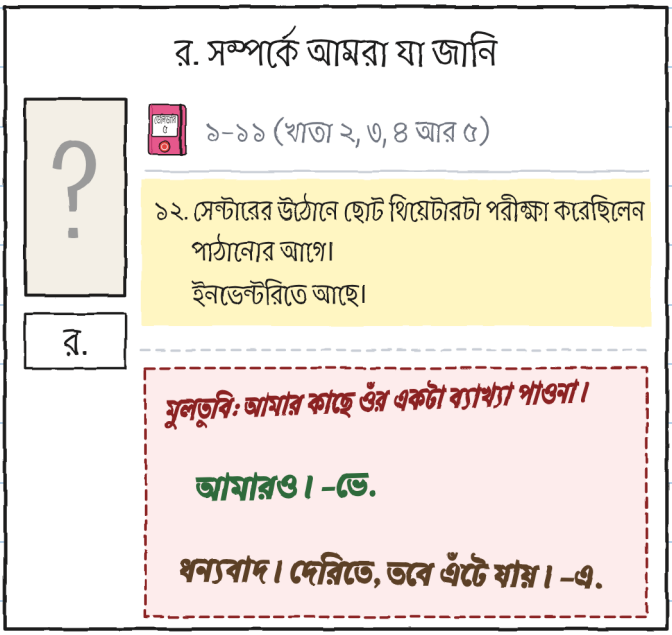
আমি র.-এর কার্ডটা বের করলাম। তাতে এগারোটা সূত্র ছিল। আমি একটা যোগ করলাম।

তোনিও ওটা পড়ল। নিজের লেখাটাও পড়ল, আরও নিচে। কিছু কাটল না।

"উনি ছোট থিয়েটারটা পরীক্ষা করেছিলেন," বলল। "আমার ঘণ্টিটা করেননি।"

"সেটা আমরা জানি না," হুলিতা বলল।

"আমার ঘণ্টির কথা কোনো ইনভেন্টরির কোনো লাইনে নেই," তোনিও বলল। আর সেটাও সত্যি ছিল।



তারপর আমি কাউন্টারে নকশাটা রাখলাম। ওটা তখন আর ভাঁজ করা ছিল না।

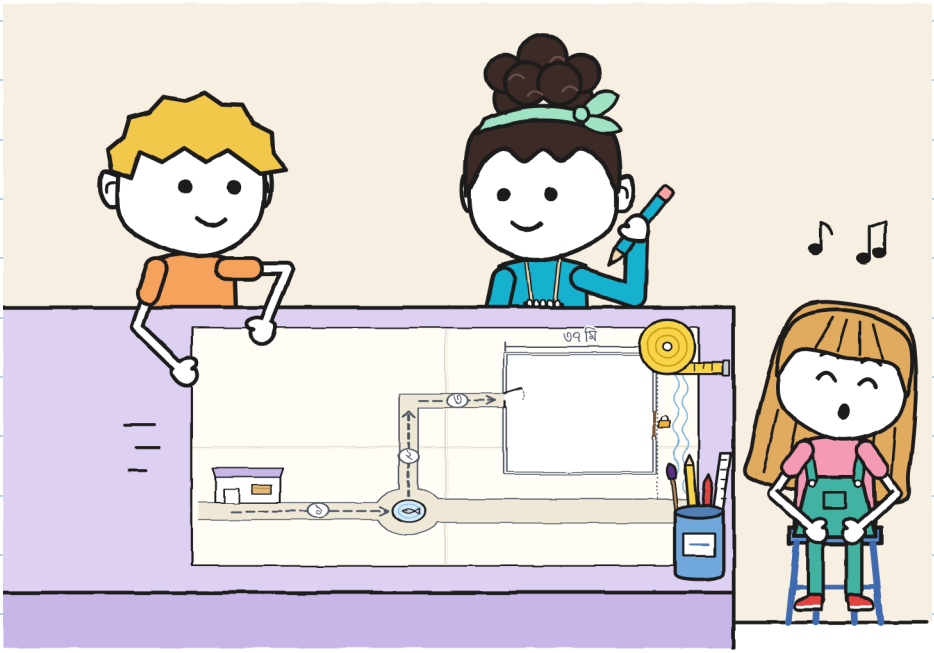
"তোমার অংশটা নেই," আমি নোয়াকে বললাম। "ফোয়ারার ওপাশে যা আছে। ওসব রাস্তার আমি শুধু মিটারগুলো জানি।"

নোয়া হুলিতার দিকে তাকাল। হুলিতা ছাদের দিকে তাকাল: নিজেকে জড়িয়ে না ফেলার ওর উপায়।

"আমি ওটায় আঁকতে পারি?"

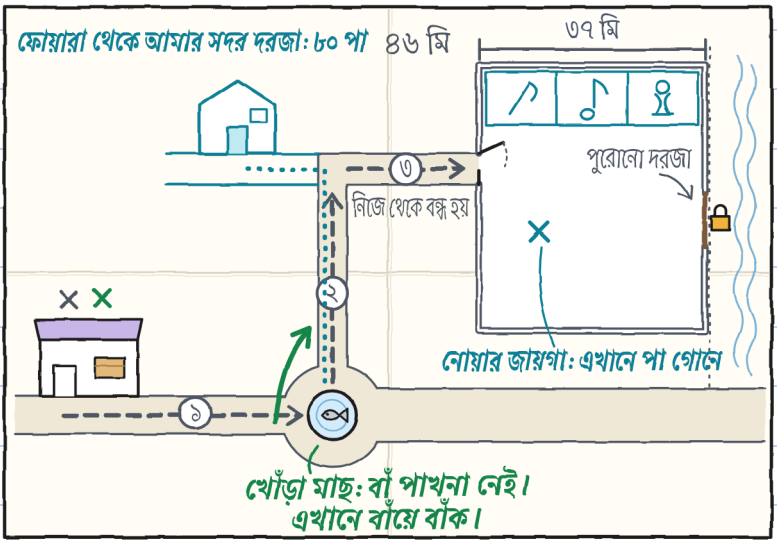
"সেজন্যই তো তোমাকে দেখাচ্ছি।"

নোয়া কান থেকে পেনসিলটা নিল।



নোয়া নিজের রাস্তা আঁকল, সেন্টারের ভেতরটা আর দূরত্বগুলো, পায়ে। আমি পাশে মিটারে লিখলাম। হুলিতা আর অপেক্ষা করতে পারল না, আর ফোয়ারার সাইনটা লিখে দিল।

পাড়ার নকশা (তিনজনের)



ওরা আঁকতে আঁকতে আমাকে খোঁড়া মাছের গল্প বলল। লম্বা। লোকে যত ভালো বলে, তত ভালো নয়। তবে এখন আমি ওটা জানি।

দারুণ গল্প। কিন্তু আমরা খারাপ করে বলেছি: আমরা একসঙ্গে কথা বলছিলাম। -হু.

হুলিতা ফিতেটা কবজিতে বেঁধে রেখেছিল। ওর তিনটে সুতো আগেই খুলে গিয়েছিল।

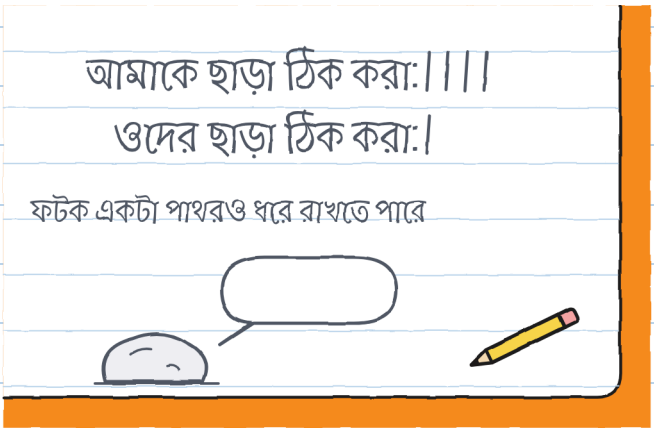
"আমার কাছে থাকলে সোমবারের মধ্যে শুধু সুতোই থাকবে," ও বলল। "ওটা খাতায় রাখি?"

আমরা ওটা প্রথম পাতায় সাঁটলাম, "যৌথ"-এর নিচে, দুই মাথায় এক টুকরো টেপ দিয়ে। আমি ওটা আঁকলাম সুতো খোলা অবস্থায়। ছিঁড়ে গেলে ছিঁড়ে যাবে। ওটাকে আমি আসলের চেয়ে নতুন করে আঁকব না।



আমার খাতা তোমারটার মতো ভালো বন্ধু হয় না। সেজন্যই। -হু.

নোয়া আমার অনুমতি নিয়ে পাতা উল্টে পেছনে গেল।
দাগগুলোর কোণে পৌঁছাল।
"আর এটা?"
"একটা হিসেব, যেটা আমি ভুল রাখছিলাম।"
"আর এটা?" — ও জোরে পড়ল — "'ফটক একটা পাথরও ধরে রাখতে পারে'।"
"আমি মঙ্গলবার ভেবেছিলাম।"
"একটা পাথর 'ফুটপাতের ধাপ' বলে না," নোয়া বলল।
"পনেরোবার 'থামো'-ও বলে না।"
আমি দাগগুলো মুছলাম না। পেনসিলের লেখা মোছা যায়, কিন্তু আমি চাইনি।



মুছো না। ওগুলো একটু আমারও। -হু.

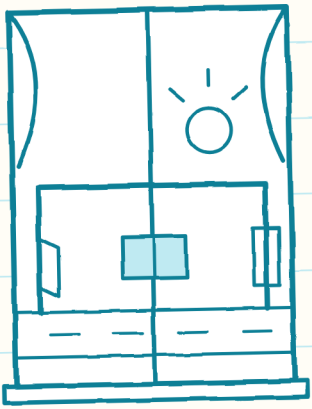
রবিবার, ভোরে, পাহারা দিল নোয়া। ও সেন্টারের উল্টো দিকে থাকে। নটার সময় ও দোকানে একটা চিরকুট নিয়ে এল। আসতে আসতে পা গুনছিল।

৭:৩৮: ছোট থিয়েটার, ওয়ার্কশপে, ভাঁজ করা।

৭:৪৪: ভোর হচ্ছে। নড়ে না।

৭:৫০: এখনও আছে। এ পর্যন্ত যত পা হেঁটেছে: শূন্য। -নোয়া



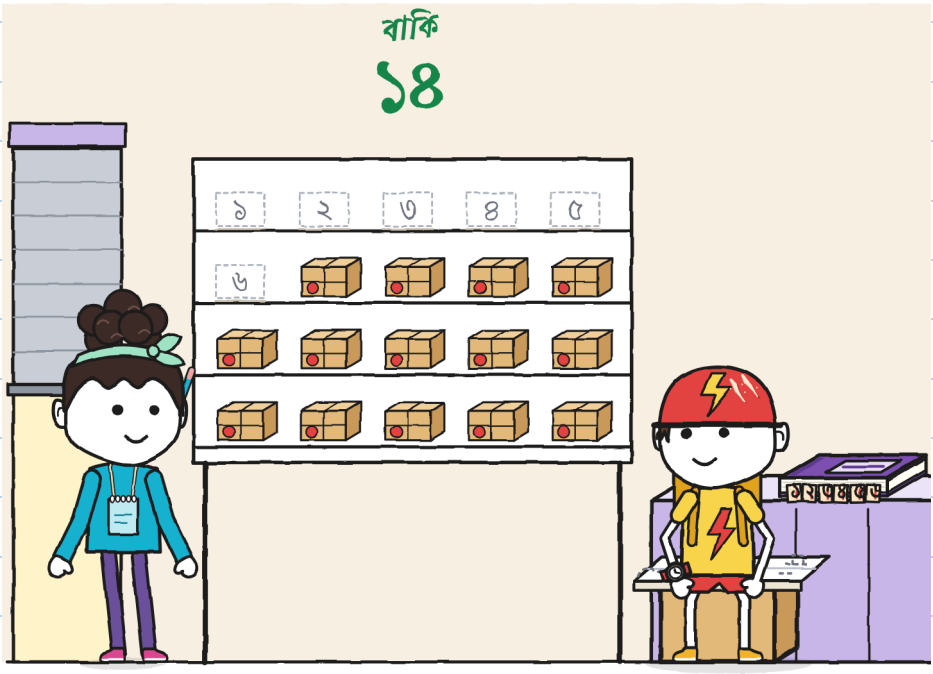


আমার চেয়ে ভালো পাহারা দেয়, আমার চেয়ে ভালো গোনে, আর রুটি বানায় না। তিনের মধ্যে দুই। -হু.

মারা ঝাঁপটা একটু তুললেন আমাদের ঢুকতে দেওয়ার জন্য। আমি তাকটা আঁকলাম: চোদ্দটা পার্সেল আর ছয়টা ফাঁকা জায়গা। সাইনবোর্ড বদলাতে হলো না।

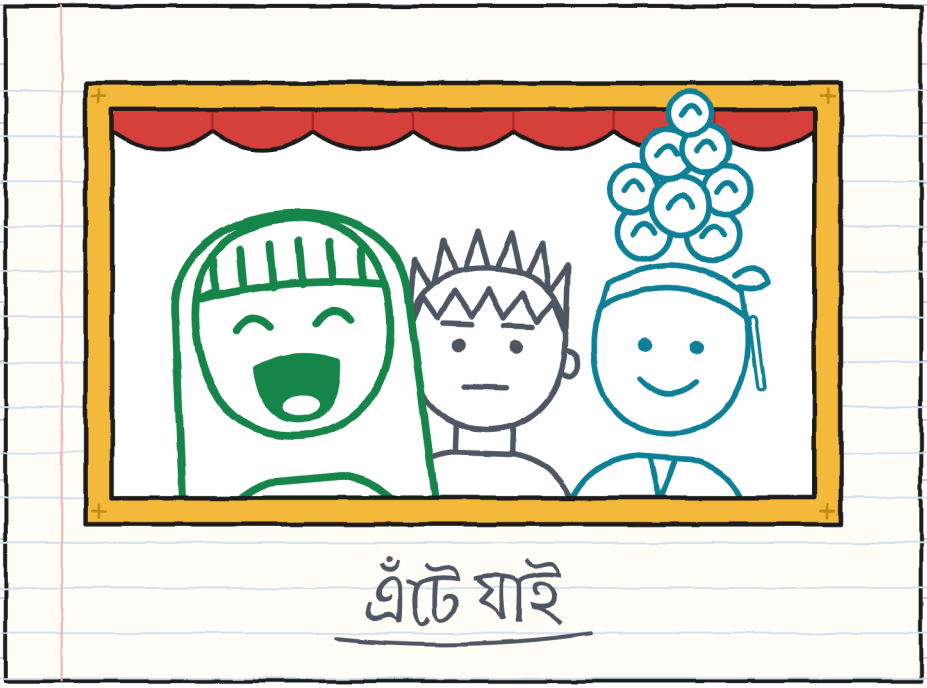
"ছয়," মারা বললেন। আর তাঁর বইটা বন্ধ করলেন।

তোনিও নিজের বাক্সে, হেলমেট পরে, যদিও রবিবার। নোয়া দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। কেউ ওকে "বসো" বলল না। কেউ "যাও" বলল না। ও এসেছে নিজের ইচ্ছায়। আর সোমবার ওর মহড়া আছে।



খাতা শেষ করতে আমি ছোট থিয়েটারের জানালাটা আঁকলাম, ফাঁকা।

প্রত্যেকে নিজেকে ওর ভেতরে আঁকল। আমি, পেনসিলে। হুলিতা, সবুজে। নোয়া, ফিরোজায়। নোয়া আমার খাতায় আঁকার অনুমতি চাইল। হুলিতা, না।



যৌথ মানে যৌথ। প্রথম পাতায় লেখা আছে। -হু.

৬ নম্বর ডেলিভারি। অংশ ধরে ধরে:

অংশ		কে বইত	কে দিক দেখাত	কী আবার করতে হলো
	দোকান → খোঁড়া মাছের ফোয়ারা	গুনি আর নোয়া	হুলিতা	ফোয়ারার বাঁক (তিনবার)
	ফোয়ারা → মোড়	হুলিতা আর নোয়া	গুনি	কিছু না (তবে ধীরে)
	মোড় → উঠোন	গুনি আর হুলিতা	নোয়া	চোকার পথ: ম্যাপটা পুরোনো ছিল
	শনিবার	তিনজনই	তিনজনই, পালা করে	বেল্ট (দ্বিতীয়বারে, তৃতীয় ফুটোয়)
	আমাদের আগে	মারা, একা	কেউ না	নয়বার যাওয়া
	র.	?	?	আমরা জানি না

	বওয়া 	দিক দেখানো 	পথ করে দেওয়া 	জানানো 
১	গুনি আর নোয়া	***হুলিতা***	***হুলিতা***	***হুলিতা***
২	হুলিতা আর নোয়া	গুনি	গুনি	গুনি
৩	গুনি আর হুলিতা	***নোয়া***	***নোয়া***	***নোয়া***

তিনটে ঘর। আচ্ছা, চারটে। তিনটে নাম। কোনোটাই ফাঁকা নয়। -হু.

অসম্ভব ডেলিভারি · ৭

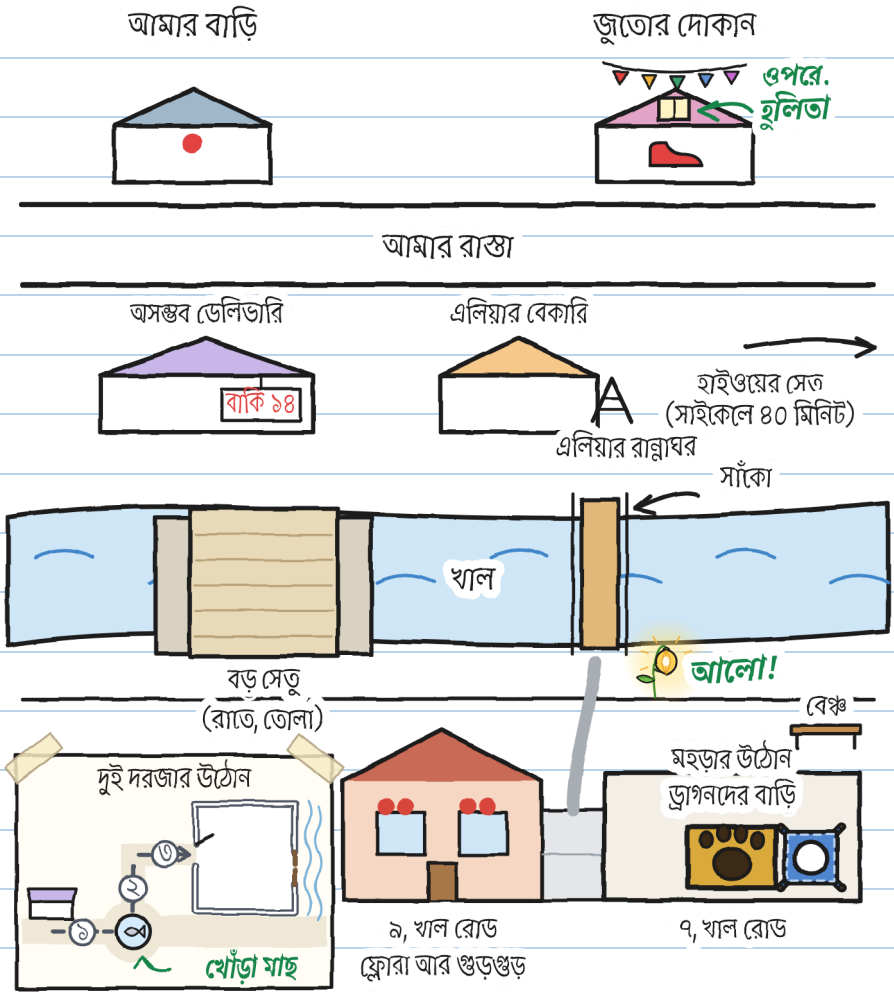
(খুব শিগগির)



এবার লেবেলে একটা সময় লেখা ছিল। ওই সময় আমি আগেই পাজামা পরে ফেলি।

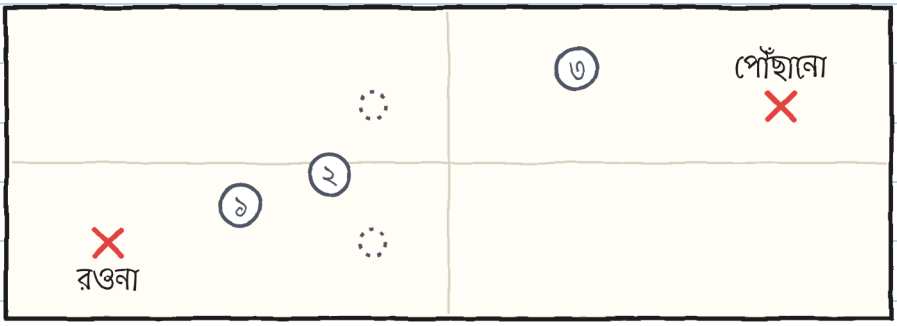
অন্য সবাই বন্ধ করে দিলে কে জেগে থাকে? আমি ছাড়া। -হু.

পাড়া (সংস্করণ ৬)


আমার বাড়ি
জুতোর দোকান
ওপরে,
হুলিতা
আমার রাস্তা
অসম্ভব ডেলিভারি
বাকি ১৪
এলিয়ার বেকারি
এলিয়ার রান্নাঘর
হাইওয়ের সেত
(সাইকেলে ৪০ মিনিট)
সাঁকো
খাল
আলো!
বড় সেতু
(রাতে, তোলা)
বেঞ্চ
দুই দরজার উঠোন
মহড়ার উঠোন
ড্রাগনদের বাড়ি
খোঁড়া মাছ
৯, খাল রোড
ফ্লোরা আর গুড়গুড়
৭, খাল রোড

তোমার যাত্রা

কে বয়? কে দিক দেখায়? কে পথ করে দেয়? কে জানায়?



তিনজনের মিটার

	বওয়া	দিক দেখানো	পথ করে দেওয়া	জানানো
অংশ ১				
অংশ ২				
অংশ ৩				

কোনো ঘরে যদি বারবার একই নাম আসে, বদলাও। -হু.

একটা গল্প, ছয় সাইজ

সাইজ ছয়টা, ৩ থেকে ১৬ বছরের জন্য, আর ভাষা ২০টিরও বেশি। XXS, XS, S, M আর L-এর পাতা আর ছবি একই। XL একটা উপন্যাস। শুধু বলার ধরনটা বদলায়।

সাইজ XXS · PRE-A1

গুনি একটা শব্দ লিখল আর জায়গা ছেড়ে রাখল। "যৌথ" শব্দটা দেখছ?

সাইজ XS · A1

আমি একটাই শব্দ লিখলাম। অর্ধেক পাতা ফাঁকা রাখলাম। এক মিনিটও ফাঁকা থাকল না।

সাইজ S · A2

প্রথম পাতায় আমি একটা শব্দ লিখেছিলাম। অর্ধেক পাতা ফাঁকা রেখেছিলাম, যদি দরকার হয়। এক মিনিটও ফাঁকা থাকল না।

সাইজ M · B1

প্রথম পাতায় আমি একটাই শব্দ লিখেছিলাম। অর্ধেক পাতা ফাঁকা রেখেছিলাম, যদি দরকার হয়। এক মিনিটও ফাঁকা থাকল না।

সাইজ L · B2

প্রথম পাতায় আমি একটাই শব্দ লিখেছিলাম আর অর্ধেক পাতা ফাঁকা রেখেছিলাম, যদি দরকার হয়। এক মিনিটও ফাঁকা থাকল না।

সাইজ XL · B2–C1

সচিত্র উপন্যাস · ১৩+

CEFR অনুসারে স্তরগুলো আনুমানিক।

যে যার সাইজে। একই ছোট থিয়েটার। –হু.

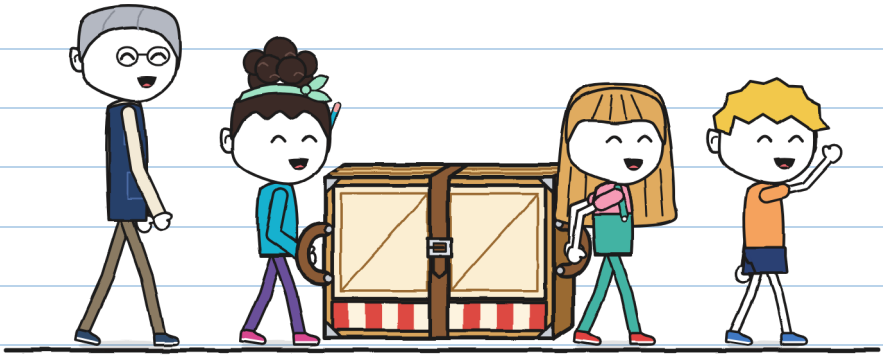
পরিবার ও শিক্ষকদের জন্য

linguaula.com-এ প্রতিটা অধ্যায় নিয়ে কাজ করো

সত্যিকারের স্থানান্তর: কী করতে হবে

১. যাওয়ার আগে পুরো পথটা দেখে নাও।
২. একজন খালি হাতে যায়: দরজা খোলে আর জানিয়ে দেয়।
৩. হাত থাকবে হাতলে। কবজা আর আটকানোর জায়গা থেকে দূরে।
৪. বোঝা নিয়ে ছোটা বা প্রতিযোগিতা করা চলে না।
৫. কেউ "থামো" বললে সবাই থামে।
৬. আগে মাটিতে নামাও; তারপর তর্ক।
৭. বড় জিনিস খোলা আর ভাঁজ করা হয় দুজনে মিলে, একজন প্রাপ্তবয়স্কের সঙ্গে।

"শুধু গল্পে" সিলমোহর বোঝায় যা গল্পে ঘটতে পারে, কিন্তু সত্যিকারের স্থানান্তরে নয়।



আর পথের কিছু জানা থাকলে আগেই বলে দাও। -হু.